হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অনলাইন সংস্করণ

হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।
E-mail : tahreek@ymail.com
www.hadeethfoundationbd.com
প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২৪

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা

ছাহাবীদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন পদ্ধতি

১. রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব বর্ণনা

২. কোন ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত সমাধান

৩. ছাহাবীগণের স্বচক্ষে দেখা রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মসমূহ

হাদীছ সংরক্ষণের সূচনা

(১) আমলের মাধ্যমে সংরক্ষণ

(ক) রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত প্রয়াস

(খ) ইসলামের নতুন জীবনবিধানের স্বাভাবিক চাহিদা

(গ) ছাহাবীদের ঐকান্তিক আগ্রহ

(ঘ) রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ

(ঙ) মহিলা ছাহাবীগণ

(চ) রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত দূতগণ

(ছ) মক্কা বিজয়

(জ) বিদায় হজ্জ

(২) মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ

(ক) স্বচ্ছ মস্তিষ্ক এবং প্রখর ধীশক্তি

(খ) ধর্মীয় অভিপ্রায়

(গ) পারস্পরিক হাদীছ চর্চার অভ্যাস

(ঘ) রাসূল (ছা.)-এর গৃহীত পদ্ধতি

মুখস্থ সংরক্ষণের প্রধান কারণসমূহ

(১) লেখালেখির প্রচলন না থাকা

(২) লেখাকে অবমাননাকর মনে করা

(৩) কুরআনের সাথে সাদৃশ্যের আশংকা

(৩) লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ

নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ

অনুমতি প্রদানের হাদীছসমূহ

সমন্বয়ী মত

পর্যালোচনা

লিখিতভাবে সংরক্ষণের ধাপসমূহ

(১) অনানুষ্ঠানিক লেখনী

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে লিখিত সংকলনসমূহ

(ক) শাসক ও রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ

(খ) গোত্রসমূহের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ

(গ) মুসলিম শাসক, বিচারক এবং যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ

(ঘ) চুক্তিনামা এবং সন্ধিসমূহ

(ঙ) ক্ষমা ও অনুদানের সিদ্ধান্তসমূহ

(চ) মুসলমানদের সংখ্যা সংক্রান্ত রেকর্ড বহি

(জ) দাসমুক্তিদানের সিদ্ধান্তসমূহ

(ঝ) কোন কোন ব্যক্তির জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ

রাসূল (ছাঃ)-এর লেখকগণ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের লিখিত সংকলন সমূহ

এ যুগে হাদীছ সংকলনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

তাবেঈদের লিখিত সংকলনসমূহ

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে হাদীছ সংকলন

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীছ সংকলন

হিজরী ৩য় শতক পরবর্তী হাদীছ সংকলনসমূহ

সারকথা

ভূমিকা

রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তিনি ছাহাবীদেরকে দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবনে চলার পথ দেখিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন একাধারে কুরআনের ব্যাখ্যাকার, ইমাম, শিক্ষক, বিচারক ও সেনাপতি। ফলে ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছাহাবীদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ভুল হ'লে সংশোধন করে দিয়েছেন। এসব ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্রই নির্দেশমালা।[১]

সুতরাং তাঁর এই দিকনির্দেশনা কুরআনের আয়াত হিসাবে লিপিবদ্ধ না হ'লেও তা কুরআনেরই সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং অহী হিসাবে পরিগণিত। রাসূল (ছাঃ)-এর এ সকল নির্দেশনা কখনও তাঁর বাণী হিসাবে, কখনও তাঁর কর্ম হিসাবে এবং কখনও তাঁর স্বীকৃতি হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অনুল্লেখিত এই নির্দেশমালার নাম হ'ল 'হাদীছ' বা 'সুন্নাহ'। পবিত্র কুরআন যেমন একত্রিত আকারে নাযিল হওয়ার পরিবর্তে সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে নানা ঘটনাপ্রবাহে ও প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, ঠিক তেমনি হাদীছ বা সুন্নাহও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক কুরআনের ব্যাখ্যা, তাঁর নবুঅতী জীবনের প্রতিটি নির্দেশনা এবং প্রতিটি দিক ও বিভাগের পুংখানুপুংখ আলেখ্য হিসাবে সংরক্ষিত হয়েছে। ছাহাবীগণ যেভাবে কুরআনকে সংরক্ষণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবে সুন্নাহকেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই প্রক্রিয়া কিভাবে ঘটেছিল, কিভাবে এত সুচারুরূপে এই পরিক্রমা সম্পন্ন হয়েছিল তার ধারাবাহিক বিবরণ উল্লেখ করা হ'ল।

১. নাজম, ৩ ও ৪; হাক্কাহ, ৪৭।

ছাহাবীদের শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন পদ্ধতি

সাধারণত ৩টি পদ্ধতিতে ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে শারঈ বিধান অবগত হ'তেন। যেমন :

১. রাসূল (ছাঃ)-এর নিজস্ব বর্ণনা :

ছাহাবীগণ সরাসরি তাঁর কাছ থেকে হাদীছ শুনতেন এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একবার এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কি-না খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করছিল। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপে বিক্রয় কর? সে উত্তর দিল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে অহী আসল, তোমার হাত খাদ্যের ভিতরে ঢুকিয়ে দাও। তিনি হাত ঢুকিয়ে দেখলেন ভিতরের অংশটি আর্দ্র বা ভেজা। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২]

কখনও শ্রোতার সংখ্যা কম হ'লে রাসূল (ছাঃ) হাদীছটি প্রচারের জন্য লোক পাঠাতেন। যেমন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'খায়বার যুদ্ধের দিন ছাহাবীদের একটি দল বলতে লাগলেন, 'অমুক শহীদ', 'অমুক শহীদ'। এভাবে একজন ব্যক্তিকে অতিক্রম করার সময় বললেন, 'অমুক শহীদ'। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'কখনই নয় আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি, একটি চাদরের কারণে, যা সে চুরি করেছে'। অতঃপর তিনি বললেন, হে ইবনু খাত্ত্বাব! তুমি যাও, মানুষকে ডেকে বল যে, 'মুমিনরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি বের হয়ে মানুষকে ডেকে বললাম, 'সাবধান! মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩]

২. কোন ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশিত সমাধান :

ছাহাবীগণ কোন সমস্যায় পতিত হ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সমাধান চাইলে তিনি সমাধান দিতেন। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি

২. আহমাদ হা/৭২৯০; আবুদাঊদ হা/৩৪৫২, সনদ ছহীহ।
৩. আহমাদ হা/২০৩; মুসলিম হা/১১৪; মিশকাত হা/৪০৩৪।

সকল বিষয়েই তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর শরণাপন্ন হ'তেন। শহর কিংবা গ্রামবাসী নির্বিশেষে অবাধে তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেতেন। এমনকি তারা অতি গোপনীয় বিষয়ে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতেন না। যেমন আলী (রাঃ) বলেন, একবার এক বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে রাসূল (ছাঃ)! আমরা পল্লীতে থাকি। আমাদের কোন কোন ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমাদের কেউ যদি অনুরূপ কাজ করে, তবে সে যেন ওযূ করে নেয়। আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পশ্চাতদেশে গমন করো না'।[৪]

একটি মাত্র প্রশ্নের জন্য তাঁরা দীর্ঘ পথ সফর করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করতেন। 'উকবাহ ইবনুল হারিছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি আবূ ইহাব ইবনু আযীযের কন্যাকে বিবাহ করলেন। পরে এক মহিলা এসে বলল, আমি তো 'উকবাহ এবং যাকে সে বিয়ে করেছে দু'জনকেই দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রাঃ) তাকে বললেন, এটা আমার জানা নেই যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আর আপনিও এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেননি। অতঃপর আবূ ইহাব পরিবারের নিকট লোক পাঠিয়ে তিনি তাদের নিকট জানতে চাইলেন। তারা বলল, সে আমাদের মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তখন তিনি (মক্কা থেকে) মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন এরূপ বলা হয়েছে তখন এই (বিবাহ) কিভাবে সম্ভব? তখন 'উকবাহ (রাঃ) তাকে ত্যাগ করলেন। আর সে স্ত্রীলোক অন্যজনকে বিবাহ করল।[৫]

এতদ্ব্যতীত তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ জানার পরও পুনরায় তার সত্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর কাছে যেতেন। জনৈক ছাহাবী রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে চুম্বন করে খুব অনুতপ্ত বোধ করেন। ফলে তাঁর স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু সালামার

৪. আহমাদ হা/৬৫৫, মিশকাত হা/৩১৪, সনদ হাসান।
৫. বুখারী হা/২৬৪০।

কাছে গিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করলেন। উম্মু সালামা তাঁকে বললেন, রাসূল (ছাঃ)ও ছিয়াম অবস্থায় চুম্বন করেন। মহিলাটি ফিরে গিয়ে তার স্বামীকে এ সংবাদ দিলেন। কিন্তু তিনি আরও অনুতাপ নিয়ে বললেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর মত নই। আল্লাহ তাঁর জন্য যা খুশি হালাল করতে পারেন'। অতঃপর মহিলাটি আবারও উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে দেখতে পেল তাঁর সাথে রাসূল (ছাঃ)ও রয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই মহিলাটির কী হয়েছে? উম্মু সালামা তাঁর ব্যাপারে জানালেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তাঁকে বলনি যে আমি এমনটি করি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাকে জানিয়েছি'। মহিলাটি ফিরে গিয়ে আবারও তার স্বামীকে এ কথা জানালেন। কিন্তু তিনি তীব্র অনুতাপ নিয়ে একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন যে, 'আমরা তো রাসূল (ছাঃ)-এর মত নই। আল্লাহ তাঁর (রাসূল (ছাঃ)-এর) জন্য যা খুশি হালাল করতে পারেন'। এ কথা জেনে রাসূল (ছাঃ) ক্রুদ্ধ হ'লেন এবং বললেন, أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ اللهِ 'আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু এবং আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত'।[৬]

অনুরূপভাবে মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম ইবনে হিযামকে সূরা ফুরক্বান পড়তে শুনলাম। সে তাতে এমন কিছু শব্দ পড়ল যা রাসূল (ছাঃ) আমাকে পড়াননি। ফলে আমি ছালাতরত অবস্থায় তার সাথে প্রায় লড়াইয়ে লিপ্ত হ'তে যাচ্ছিলাম। অতঃপর সে যখন ছালাত শেষ করল, আমি বললাম, তোমাকে এই পাঠরীতি (ক্বিরাআত) কে পড়িয়েছে? সে বলল, রাসূল (ছাঃ) পড়িয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্র কসম! তোমাকে রাসূল (ছাঃ) এভাবে পড়াননি। আমি তাকে হাত ধরে টানতে টানতে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলাম। আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাকে সূরা ফুরক্বান পড়িয়েছেন। কিন্তু আমি এই ব্যক্তিকে উক্ত সূরায় এমন কিছু শব্দ পড়তে শুনলাম, যা আপনি আমাকে পড়াননি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, পড় তো হিশাম! সে পূর্বের মতই

৬. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১০২০; আহমাদ হা/২৩৭৩২, সনদ ছহীহ।

পড়ল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘এভাবেই নাযিল হয়েছে’। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি পড় ওমর! আমি পড়লাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘এভাবেই নাযিল হয়েছে’। অতঃপর তিনি বললেন, إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ‘নিশ্চয়ই কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে’।[৭]

এভাবে বিভিন্ন ঘটনায় প্রদত্ত রাসূল (ছাঃ)-এর সিদ্ধান্ত, ফৎওয়া ও রায় হাদীছ গ্রন্থসমূহের বিবিধ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। যে সকল ছাহাবীর সাথে ঘটনাগুলো ঘটেছিল তারা সেসব ভুলে যাবেন কিংবা ভুলভাবে বর্ণনা করবেন, তা অকল্পনীয়। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ঘটে যাওয়া এ সকল ঘটনা ছিল তাদের জীবনের চিরস্মরণীয় অংশ।

৩. ছাহাবীগণের স্বচক্ষে দেখা রাসূল (ছাঃ)-এর কর্মসমূহ :

যে সকল কাজ ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, সফর, যুদ্ধ প্রভৃতি সময়ে করতে দেখেছেন, অতঃপর তাবেঈদের কাছে তা বর্ণনা করেছেন। হাদীছ গ্রন্থসমূহের একটি বিরাট অংশ জুড়ে এমন সব বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে, যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিজীবন, ধর্মীয় জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাদীছে জিবরীল। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত প্রসিদ্ধ এই হাদীছে ঈমান, ইহসান, ইসলাম এবং ক্বিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিবরীল (আঃ)-এর প্রশ্ন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উত্তর দেয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[৮]

অনুরূপভাবে নিযাল ইবনু সাবরাহ থেকে বর্ণিত, একদিন আলী (রাঃ) কূফায় যোহরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর মানুষের প্রয়োজন পূরণার্থে মসজিদের আঙ্গিনায় বসলেন। এমতাবস্থায় আছরের ছালাতের সময় হয়ে গেল। তাঁর জন্য ওযূর পানি আনা হ’ল। তিনি পানি পান করলেন, (ওযূর জন্য) মুখ, হাত, মাথা ও পা ধৌত করলেন এবং অতিরিক্ত পানিটুকু দাঁড়িয়ে পান করলেন। অতঃপর বললেন, মানুষ

৭. আহমাদ হা/১৫৮, সনদ ছহীহ।
৮. বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৫ ও ৭।

দাঁড়িয়ে পান করা অপসন্দ করে। অথচ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এভাবে (দাঁড়িয়ে) পান করতে দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে দেখছ।[৯]

মোটকথা ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র প্রেরিত নবী, মানবজাতির শিক্ষক এবং চূড়ান্ত অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে তাঁর প্রতিটি কথা, কর্ম ও পদক্ষেপ অনুসরণ করতেন। তাঁর প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন ও জানার চেষ্টা করতেন। আর কেনইবা নয়, যাকে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁর প্রতি যেকোন মানুষের সর্বোচ্চ মনোযোগ থাকাই স্বাভাবিক। ফলে এ কথা সুনিশ্চিত যে, পবিত্র কুরআনের মত রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ ও ছাহাবীদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। যদিও মানবিক ক্ষমতা অনুসারে সেই সংরক্ষণে তারতম্য ছিল। কেউ বেশী সংরক্ষণ করেছিলেন, কেউ মধ্যম পর্যায়ে, কেউবা কম। এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর পুরো জীবন ও কর্মই তাঁরা ধারণ করেছিলেন।

হাদীছ সংরক্ষণের সূচনা

সুন্নাহ্র সংরক্ষণের কাজটি ছাহাবীদের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। তারা ছিলেন সেই প্রজন্ম, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। তারাই ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, যার স্বীকৃতি রাসূল (ছাঃ) নিজেই প্রদান করেছেন।[১০] তারাই ছিলেন সেই প্রজন্ম, যারা কুরআনকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ফলে অতি স্বাভাবিকভাবে তারাই ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশাবলী এবং জীবনাচার তথা সুন্নাহ সংরক্ষণের মূল কারিগর। তাদের এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

---

৯. বুখারী হা/৫০১৫ ও ৫০১৬।

১০. ইমরান ইবনু হোছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বললেন, তা আমার স্মরণ নেই- তারপর এমন লোকেরা আসবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে, তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানত করবে, তাদের নিকট আমানত রাখা হবে না। তারা মানত করবে, তা পূরণ করবে না। তারা দেখতে মোটা তাজা হবে (বুখারী হা/২৬৫১, ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫; মুসলিম হা/২৫৩৫।

(১) আমলের মাধ্যমে সংরক্ষণ

সুন্নাহ্র অনানুষ্ঠানিক সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল ছাহাবীদের আমলের মাধ্যমে। কেননা সুন্নাহ কেবল তত্ত্বীয় ও দার্শনিক বিষয় নয়, বরং তা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর যখন দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন প্রাথমিক পর্যায়ে গোপনে গুটিকয়েক নবমুসলিমকে নিয়ে মক্কার 'দারুল আরকাম' এ একত্রিত হ'তেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশে তাদেরকে কুরআনের মর্মবাণী এবং দ্বীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। এভাবে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ্র চর্চা শুরু হয়। রাসূল (ছাঃ) কেবল ছাহাবীদেরকে উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তাঁর ২৩ বছরের নবুঅতী যিন্দেগীতে ছাহাবীদেরকে দৈনন্দিন জীবনের ইবাদতের পদ্ধতি, ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান পদ্ধতি সবই হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

আর ছাহাবীরাও ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে সাহচর্য দানের জন্য মনোনীত ব্যক্তি। সুতরাং তারা রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন কথা জানা মাত্রই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে তা পূর্ণভাবে অনুসরণ করতেন। এমনকি তাঁর প্রতিটি ব্যক্তিগত অভ্যাসও তারা অনুসরণ করতেন। পুরো পরিবেশটা তখন ছিল সুন্নাহ্র উপর আমলের পরিবেশ। সুন্নাহকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হ'ত তাদের সার্বিক জীবনাচার। অতঃপর তাদের নিকট থেকে পরবর্তী প্রজন্ম তথা তাবেঈগণও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ শিক্ষা করেছিলেন এবং পূর্ণ আমানতদারীর সাথে সুন্নাহকে তাবে' তাবেঈদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সুতরাং ছাহাবী ও তাবেঈদের সুন্নাহ্র উপর আমল এবং নিরবচ্ছিন্ন চর্চার মাধ্যমে সুন্নাহ সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় অনানুষ্ঠানিকভাবে।[১১] মূলতঃ কয়েকটি বিষয় এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।-

১১. দ্র. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি.), ১২৯-১৩৩।

(ক) রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যক্তিগত প্রয়াস :

আল্লাহ্র নবী হিসাবে রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের প্রচারে সর্বোচ্চ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছাহাবীদেরকে জুম'আ বা ঈদের দিনের মত উপলক্ষ ছাড়াও নিয়মিত আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতেন। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান দিতেন। এ সকল হুকুম-আহকাম মুসলমানদের অভ্যাসে এবং স্বভাবে পরিণত করার জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাসূল (ছাঃ) ছালাত সম্পর্কে বলেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'তোমরা সেভাবে ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ'।[১২] অনুরূপভাবে হজ্জ সম্পর্কে তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ 'তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম-কানূন গ্রহণ কর'।[১৩] এভাবে ধীরে ধীরে ইসলামী শরী'আত পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু অবধি এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

(খ) ইসলামের নতুন জীবনবিধানের স্বাভাবিক চাহিদা :

নবমুসলিমগণ প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যার সমাধান পেতে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতেন। বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করার পর ধর্মীয় তাকীদেই তাদেরকে প্রতিটি বিষয় জানার প্রয়োজন হ'ত। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে জেনে নিয়ে তা আবার স্বীয় পরিবারে কিংবা স্বীয় গোত্রে প্রচার করতেন। এভাবেই সুন্নাহ্র প্রসার হ'তে লাগল। অনেকেই দ্বীন শিক্ষার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন। মালিক ইবনুল হুয়ায়রিছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। আমরা তখন প্রায় সমবয়সী যুবক ছিলাম। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা থাকলাম।

---

১২. বুখারী হা/৬৩১।

১৩. আহমাদ হা/১৪৭৯৩; ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৪খ্রি.) হা/৭২১; মুসলিমে হাদীছের ভাষ্যটি হ'ল- لتأخذوا مناسككم হা/১২৯৭।

অতঃপর তিনি অনুভব করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। তিনি আমাদের কাছে বাড়িতে অবস্থানরত পরিবার-পরিজনের খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমরা তাঁকে জানালাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ার্দ্র। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও। তাদের (দ্বীন) শিক্ষা দাও, (সৎ কাজের) আদেশ কর এবং যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক তেমনভাবে ছালাত আদায় কর। ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে, তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামতি করবে'।[১৪]

(গ) ছাহাবীদের ঐকান্তিক আগ্রহ :

ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তাঁর সাথে ছায়ার মত লেগে থাকতেন। সবসময় তাঁর পক্ষ থেকে নতুন কোন বিধান নাযিলের জন্য অপেক্ষা করতেন। ফলে কোন বিধান জারী হওয়ার সাথে সাথে তা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন এবং বাস্তবে আমলে পরিণত করতেন। যেমন মদ হারাম ঘোষণার কাহিনী সম্পর্কে আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমি একদা আবূ তালহার বাড়িতে লোকজনকে মদ পান করাচ্ছিলাম। সেসময় লোকেরা ফাযীখ বা কাঁচা-পাকা খেঁজুরের মদ পান করত। এমতাবস্থায় (মদ হারামের ঘোষণা দিয়ে) রাসূল (ছাঃ) একজনকে পাঠিয়ে দিলেন যে, 'সাবধান! মদ হারাম করা হয়েছে'। (ঘোষণা শোনার পর) আবূ তালহা আমাকে বললেন, 'তুমি বাইরে যাও এবং সমস্ত মদ ঢেলে দাও। (তাঁর নির্দেশ মোতাবেক) আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত মদ ঢেলে দিলাম। সেদিন মদীনার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত গড়াতে লাগল।'[১৫]

এক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আমরা কুরআনে কেবল ভয়কালীন ছালাত এবং নিজ বাড়িতে অবস্থানকালীন ছালাতের উল্লেখ দেখতে পাই; কিন্তু সফরকালীন ছালাতের কোন উল্লেখ কুরআনে পাই না। এর কারণ

১৪. বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মুসলিম হা/৬৭৪।
১৫. বুখারী হা/২৪৬৪।

কি? উত্তরে তিনি বললেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ 'আমরা দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানতাম না। এমতাবস্থায় আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল করে পাঠালেন। অতঃপর আমরা কেবল তা-ই করি যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে করতে দেখেছি।[১৬] এভাবে তারা পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের বিধান পালনে ও একে অপরের কাছে তা প্রচারে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ থাকতেন।

(ঘ) রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ :

সুন্নাহ্র প্রসারে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ)-এর একান্ত ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী অবহিত করেছেন। মহিলারা অনেক সময় গোপনীয় বিষয়সমূহ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করত। ফলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং মাসআলা জেনে নিতেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী। উদাহরণস্বরূপ ইবনু আবী মুলায়কা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) নিজের অজানা কোন বিষয় শোনামাত্র তা পুনরালোচনা করতেন যতক্ষণ না সেটি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হ'তেন। (একদা) রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করা হবে, তার শাস্তি হবে'। (এ কথা শুনে) আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ কি (কুরআনে) বলেননি যে, 'তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮৪/৮)*? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর দ্বারা (আমলনামা মীযানের পাল্লায়) উপস্থাপনকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু যার হিসাব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[১৭] ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আয়েশা (রাঃ) শরী'আতের বিধি-বিধান জানার জন্য ছাহাবীদের নিকট অন্যতম প্রধান সূত্র হিসাবে পরিগণিত হ'তেন।

১৬. আহমাদ হা/৫৩৩৩; নাসাঈ হা/১৪৩৪, সনদ ছহীহ।
১৭. বুখারী হা/১০৩।

(ঙ) মহিলা ছাহাবীগণ :

মহিলা ছাহাবীগণও সুন্নাহ্র প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। পুরুষদের পাশাপাশি তাঁরাও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিশেষ বৈঠকের দিন নির্ধারণ করেছিলেন, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিতে পারেন এবং দ্বীনের হুকুম-আহকাম শিখতে পারেন।[১৮] অনুরূপভাবে তারা বিশেষ উপলক্ষসমূহে যেমন ঈদের জামা'আতে হাযির হ'তেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনতেন।[১৯] এ সকল মহিলা ছাহাবীগণ বিশেষত নারী বিষয়ক এবং বৈবাহিক জীবন সম্পর্কিত অনেক হুকুম-আহকাম মুসলিম উম্মাহ্র জন্য সংগ্রহ করেছেন, যা কি-না পুরুষ ছাহাবীদের পক্ষে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা কঠিন ছিল।

(চ) রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত দূতগণ :

হিজরতের পর মদীনা নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত দূতগণ আশেপাশের গোত্রসমূহে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেতেন। নতুন মুসলমানদের দ্বীনের বিধি-বিধান শেখাতেন। রাসূল (ছাঃ) এ সকল দূতকে দাওয়াতের নীতিমালা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতেন। যেমন মু'আয (রাঃ) এবং আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ)-কে ইয়ামানে দাওয়াতী সফরে প্রেরণকালে উপদেশ দিলেন যে, 'তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না; মানুষকে সুসংবাদ দাও, আশাহত করো না'।[২০] মু'আয (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি অচিরেই আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে আহ্বান কর এই সাক্ষ্যদানের জন্য যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন হক্ব উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রাসূল'। যদি তারা এই ব্যাপারে তোমাদেরকে মান্য করে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি এ ব্যাপারে মান্য করে, তাহ'লে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের মধ্যকার ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং

১৮. বুখারী হা/১০১, ৭৩১০; মুসলিম হা/২৬৩৩।
১৯. বুখারী হা/৩০৪, ৯৫৬, ১৪৬২; মুসলিম হা/৮৮৯।
২০. মুসলিম হা/১৭৩৩।

গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হবে। যদি এ ব্যাপারে তারা তোমার আনুগত্য করে, তবে (যাকাত গ্রহণের সময়) তাদের সর্বোত্তম সম্পদসমূহ নেয়া থেকে সাবধান থেক। আর মাযলূমের দো'আ থেকে ভয় কর। কেননা তার মাঝে এবং আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকে না'।[২১] আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট একদল লোক আসল এবং তারা বলল, ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ 'আমাদের সাথে কিছু লোক প্রেরণ করুন, যারা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শেখাবে'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে ৭০ জন আনছার ছাহাবীকে প্রেরণ করলেন'।[২২]

ইসলামের দাওয়াত প্রচার এবং শরী'আতের বিধি-বিধান তথা সুন্নাহকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) প্রেরিত দূত এবং দাওয়াতী কাফেলার বিরাট ভূমিকা ছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এ সকল কাফেলা প্রেরণ আরও বৃদ্ধি পেল। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের নিকট স্বীয় সিলমোহরকৃত বার্তাসহ দূত প্রেরণ করতে লাগলেন। এমনকি একই দিনে ছয় জন দূতকে ছয়টি গন্তব্যে প্রেরণ করেছিলেন, যাদের প্রত্যেকেই সেই সকল অঞ্চল সমূহের ভাষা জানতেন।[২৩] তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি বাইজান্টাইনের (রোমাক সাম্রাজ্য) রাজা হেরাক্লিয়াস, পারস্যের (সাসানী সাম্রাজ্য) রাজা খসরু পারভেজ, হাবশার রাজা নাজ্জাশী প্রমুখের নিকটেও তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন।[২৪]

(ছ) মক্কা বিজয় :

মক্কা বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা পৃথিবীর বুকে স্থায়ী ভিত্তি

---

২১. বুখারী হা/১৪৯৬, ৪৩৪৭; মুসলিম হা/১৯।
২২. মুসলিম হা/৬৭৭; ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ৩/৩৯০।
২৩. মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন ইবনু হুদাইদা, আল-মিছবাহুল মুযী ফী কিতাবিন নাবিইয়িল উম্মী (বৈরূত : 'আলামুল কুতুব, তাবি), ১/১৯৩-১৯৪।
২৪. দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছা.) (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৪৬৭-৪৮৮।

লাভ করে। এতে বিশ্বের নব্য পরাশক্তি হিসাবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং বিশ্বজয়ের দ্বার খুলে যায়। এই বিজয়ের মাধ্যমে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। আরবের চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধিরা আগমন করতে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) নিজেও প্রতিনিধি প্রেরণ করতে থাকেন। ফলে ক্রমবর্ধমান মুসলিম সমাজে সুন্নাহ্র ব্যাপক প্রসার ঘটে।

(জ) বিদায় হজ্জ :

দশম হিজরীতে রাসূল (ছাঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হ'লেন। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন নব্বই হাযার ছাহাবী। হজ্জের দিন আরাফার ময়দানে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিরাট সংখ্যক হাজীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যা 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' নামে পরিচিত। এই ভাষণে মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম, আমানত রক্ষা করা, সূদ হারাম হওয়া, পুরুষ ও মহিলার পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার প্রভৃতি হুকুম-আহকাম সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। আরবের গোত্রসমূহে সুন্নাহ্র প্রসার ঘটায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই ভাষণের। কেননা এতে শ্রোতা ছিল বিশাল সংখ্যক। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বানে (আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক। তোমাদের মাঝে যারা উপস্থিত রয়েছে তারা অনুপস্থিতের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেবে)[২৫] সাড়া দিয়ে আরবের প্রান্তে প্রান্তে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে পৌঁছে দেন। বিদায় হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময় তিনি সমাবেত ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম-কানূনগুলো গ্রহণ কর (শিখে নাও)। কারণ আমার জানা নেই, হয়তবা এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ আদায় করতে পারব না'।[২৬]

এভাবে নানা মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই ধাপে ধাপে মুসলিম সমাজে হাদীছ বা সুন্নাহসমূহের সার্বিক প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ সম্পন্ন হয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে

২৫. বুখারী হা/১৭৩৯, ১৭৪১; মুসলিম হা/১৬৭৯ ও ১৬৮০।
২৬. মুসলিম হা/১২৯৭।

প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৭] আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের ঘোষণা- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ‘আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নে‘মতরাজি সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম’ *(মায়েদা ৩)*।

(২) মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ

পবিত্র কুরআনের মত হাদীছও আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত হওয়ার পূর্বে প্রথমত সংরক্ষিত হয়েছিল মুখস্থকরণের মাধ্যমে। প্রাথমিক যুগে মুখস্থকরণই ছিল হাদীছ সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম। ছাহাবীগণ কুরআনের মত হাদীছকেও সমগুরুত্বের সাথে মুখস্থ সংরক্ষণ করেছিলেন।[২৮]

রাসূল (ছা.) তাঁদেরকে মুখস্থ করা ও মানুষের কাছে প্রচারের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِى فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، ‘আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনেছে, মুখস্থ করেছে, অতঃপর তা পৌঁছে দিয়েছে তাদের কাছে যারা তা শোনেনি’।[২৯] অপর বর্ণনায় এসেছে, فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه ‘অতঃপর তা মুখস্থ করল এবং অধিকতর মুখস্থকারীর নিকট পৌঁছে দিল’।[৩০]

রাসূল (ছা.) আরো বলেন, تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ، ‘তোমরা (আমার হাদীছ) শুনবে এবং (আমার পর যে আসবে) সে তোমাদের নিকট (আমার হাদীছ) শুনবে এবং যারা তোমাদের কাছে

২৭. দ্র. ড. মুহাম্মাদ উজাজ আল-খাত্বীব, আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদভীন, পৃ. ৬৮-৭৪।
২৮. মুছত্বফা আল-আ‘যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নাবাভী, ১/৪২; মানাযির আহসান গিলানী, তাদবীনে হাদীছ (লাহোর: আল-মীযান প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮০।
২৯. আহমাদ হা/১৬৭৫৪, মিশকাত হা/২২৮; ছহীহুত তারগীব হা/৯২।
৩০. দারিমী হা/২৩৫, যায়েদ বিন ছাবেত থেকে বর্ণিত, সনদ ছহীহ।

শুনেছে তাদের কাছ থেকে অন্যরা শুনবে'।[৩১] একবার আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (ছা.)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাদেরকে দ্বীনের কিছু বিষয়াদি শিক্ষাদান করেন এবং তাদেরকে বললেন, احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ 'তোমরা কথাগুলো মুখস্থ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদেরকেও এ ব্যাপারে সংবাদ দিও'।[৩২]

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল (ছা.) বলেছিলেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ 'এখানে উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বার্তাগুলো) পৌঁছে দেয়। কেননা হ'তে পারে যে, (অদ্যকার) শ্রোতার চেয়ে যার কাছে পৌঁছানো হবে সে অধিকতর (হাদীছ) সংরক্ষণকারী'।[৩৩] রাসূল (ছা.) আরো বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর, যদিওবা একটি আয়াতও হয়'।[৩৪]

ফলে ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছা.)-এর এই নির্দেশ পালনে সদা তৎপর ছিলেন। সামুরা বিন জুনদুব (রা.) বলেন, لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ 'আমি রাসূল (ছা.)-এর যুগে একজন বালক ছিলাম এবং আমি তাঁর কথা (হাদীছ) মুখস্থ করতাম'।[৩৫] ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ، وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমরা হাদীছ মুখস্থ করতাম এবং রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা হ'ত'।[৩৬] এমনকি

৩১. আবূদাঊদ হা/৩৬৫৯।
৩২. বুখারী হা/৫৩, ৮৭, ৭২৬৬; মুসলিম হা/১৭।
৩৩. বুখারী, হা/১৭৪১; মুসলিম হা/১৬৭৯।
৩৪. বুখারী হা/৩৪৬১।
৩৫. মুসলিম হা/৯৬৪।
৩৬. মুসলিম হা/৭।

তাদের অনেকে রাসূল (ছা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য নিজের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে রাসূল (ছা.)-এর মসজিদে এসে দীর্ঘদিন বসবাস করতেন, যাতে তারা হাদীছ শুনতে পারেন। বিশেষ করে আহলুছ ছুফফার কথা উল্লেখযোগ্য, যারা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই রাসূল (ছা.)-এর দরবারে পড়ে থাকতেন। বিখ্যাত হাদীছ সংগ্রাহক ছাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.) ছিলেন এই দলভুক্ত।[৩৭]

এভাবে ছাহাবীগণ নিজেরা যেমন হাদীছ মুখস্থ করতেন এবং অন্যদের মধ্যে প্রচার করতেন। ফলে দূর-দূরান্তের মুসলমানদের নিকটেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাদীছের বাণী পৌঁছে যায়। হাদীছ সংরক্ষণ ও প্রচার লাভের এটাই ছিল প্রাথমিক ও স্বাভাবিক পন্থা।

ছাহাবীগণ যেমন নিয়মিত হাদীছ মুখস্থকরণের চর্চা করতেন, তেমনি পরস্পরকে চর্চায় সাহায্য করতেন। আনাস ইবনু মালেক (রা.) বলেন, كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه، ‘আমরা রাসূল (ছা.)-এর নিকট থাকতাম এবং হাদীছ শ্রবণ করতাম। এরপর যখন মজলিস থেকে উঠতাম, তখন নিজেরা পরস্পরকে তা শুনাতাম এবং মুখস্থ করে ফেলতাম’।[৩৮]

উক্ববাহ ইবনু ‘আমের (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছা.)-এর সাথে (তাঁকে কেন্দ্র করে) নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম করতাম। (এমনকি) আমাদের উট চরানোর কাজ আমরা পালাক্রমে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতাম। একদা আমার উপর উট চরাবার পালা এলো। সন্ধ্যায় উটগুলো নিয়ে ফিরে এসে রাসূল (ছা.)-কে ভাষণরত অবস্থায় পেলাম। আমি শুনলাম, তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, ‘তোমাদের মধ্যকার যে কেউ উত্তমরূপে ওযূ করে, অতঃপর দাঁড়িয়ে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে দু’রাকআত ছালাত আদায় করে, তার

৩৭. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১২৪-১২৫।
৩৮. খত্বীব আল-বাগদাদী, আল-জামে‘ লি আখলাকির রাবী, তাহক্বীক : ড. মাহমূদ আত-ত্বহ্হান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৯৮৩খ্রি.), ১/২৩৬ হা/৪৬৪।

জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়'। একথা শুনে আমি বললাম, বাহ্ বাহ্, এটা তো অতি উত্তম কথা! তখন (আগে থেকেই উপস্থিত) আমার সামনে বসা এক ব্যক্তি বললেন, হে উক্ববাহ! এর আগে তিনি যা বলেছেন, সেটা আরও উত্তম। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হ'লেন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.)। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হাফছ! সেটা কি? ওমর (রা.) বললেন, তুমি এখানে আসার একটু আগেই নবী (ছা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার যে কেউ উত্তমরূপে ওযূ করার পর এরূপ বলে, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল'- তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[৩৯]

এই হাদীছ থেকে ৩টি বিষয় প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ ছাহাবীগণ তাদের কাজগুলো পালাক্রমে ভাগ করে নিতেন যাতে রাসূল (ছা.)-এর সান্নিধ্যে অধিক সময় থাকা যায় এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ তারা অতি আগ্রহ ও আনন্দের সাথে হাদীছ শ্রবণ করতেন যদি তা অতি অল্পও হ'ত। তৃতীয়তঃ ছাহাবীগণের পারস্পরিক জ্ঞানচর্চার অভ্যাস, যেমনটি ওমর (রা.) এবং উক্ববাহ ইবনু আমের (রা.)-এর মধ্যে ঘটেছিল। কারো কোন জ্ঞান ছাড়া পড়ে গেলে অপরজন সেটি জানিয়ে দিতেন। এভাবেই ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছা.)-এর হাদীছকে অতি যত্ন ও আগ্রহের সাথে সংরক্ষণ করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা বিশ্বস্ততার সাথে পৌঁছে দিয়েছেন।

সুতরাং হিজরী প্রথম শতকে মূলত মুখস্থকরণই ছিল হাদীছ সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম। লেখনী এসেছিল পরবর্তী ধাপে। ইবনুল আছীর (৬৩০হি.) বলেন, وكان اعتمادهم أولاً على الحفظ والضبط في القلوب

৩৯. মুসলিম হা/১৭ (২৩৪), আবূদাঊদ হা/১৬৯।

والخواطر غير ملتفتين إلى ما يكتبونه، ولا معوِّلين على ما يسطرونه محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله عز وجل، فلما انتشر الإسلام، واتسعت البلاد، وتفرقت الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقلَّ الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة ‘তাদের (হাদীছ বর্ণনাকারীগণ) প্রাথমিক নির্ভরতা ছিল মুখস্থকরণ এবং হৃদয়াঙ্গমের উপর, লেখনীর উপর নয়। তারা আল্লাহ্র কিতাবকে যেভাবে মুখস্থ রাখতেন সেভাবে এই জ্ঞানকেও (হাদীছ) মুখস্থ রাখার লক্ষ্যে লিখিত বস্তুর উপর নির্ভর করতেন না। কিন্তু ইসলামের যখন সম্প্রসারণ ঘটল, দেশে দেশে তা বিস্তৃত হ’ল, পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছাহাবীগণ ছড়িয়ে পড়লেন, একের পর এক অঞ্চল বিজিত হ’তে লাগল, অধিকাংশ ছাহাবীর মৃত্যু ঘটল, তাদের সাথী ও শিষ্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন এবং মানুষের মুখস্থ সংরক্ষণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হ’ল, তখন বিদ্বানগণ হাদীছ সংকলন এবং তা লিখিতভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করলেন’।[৪০]

মুখস্থকরণের মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণকারী ছাহাবীদের মধ্যে যারা সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, তারা হ’লেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (৩২হি.), আয়েশা (৫৮হি.), আবূ হুরায়রা (৫৯হি.), উম্মু সালামাহ (৬১হি.) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (৬৩হি.), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৬৮হি.), আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (৭৩হি.), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (৭৪হি.), জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (৭৮হি.), আনাস ইবনু মালিক (৯৩হি.) প্রমুখ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

ছাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম তথা তাবেঈদের মধ্যে যারা হাদীছের প্রসিদ্ধ হাফেয ছিলেন তারা হ’লেন, সাঈদ ইবনু জুবায়ের (৯৪হি.), আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান (৯৪হি.), উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (৯৪হি.), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯৪হি.), ইবরাহীম নাখঈ (৯৬হি.), নাফি‘ ইবনু

৪০. ইবনুল আছীর, জামেঊল উছূল ফী আহাদীছির রাসূল, তাহক্বীক : আব্দুল কাদের আরনাঊত্ব (বৈরূত : মাকতাবাতু দারুল বায়ান, ১৯৬৯খ্রি.), ১/৪০।

যুবায়ের (৯৯হি.), আমির আশ-শা'বী (১০৩হি.), ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.), ইকরামা (১০৫হি.), সলিম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু ওমর (১০৬হি.), তাঊস ইবনু কায়সান (১০৬হি.), সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (১০৭হি.), হাসান বছরী (১১০হি.), মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০হি.), মাকহূল শামী (১১২হি.), 'আমর ইবনু দীনার (১১৬হি.) নাফে' মাওলা ইবনু ওমর (১১৭হি.), কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ আস-সাদূসী (১১৭হি.), ইয়াহইয়া ইবুন ইয়া'মুর (১১৯হি.), ইবনু শিহাব আয-যুহরী (১২৪ হি.), আবূ ইসহাক্ব আস-সাবীয়ী' (১২৭হি.), মানছূর ইবনুল মু'তামির (১৩৬হি.), উকাইল ইবনু খালিদ আল-আয়লী (১৪৪হি.), হিশাম ইবনু উরওয়াহ (১৪৬হি.), উবায়দুল্লাহ ইবনু ওমর (১৪৭হি.), মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১হি.), হাম্মাম ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু দীনার আল-বাছরী (১৬৪হি.) প্রমুখ।

ইমাম যাহাবী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে উপরোক্ত ছাহাবী ও তাবেঈগণসহ মোট ১১৭৬ জন হাদীছের হাফেযের নাম সংকলন করেছেন।[৪১] সুতরাং নিঃসন্দেহে রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুকালে ছাহাবীগণের কাছে যেমন কুরআন মুখস্থাকারে সংরক্ষিত ছিল, তেমনি রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহও সংরক্ষিত ছিল। ছাহাবীগণের হাদীছ মুখস্থকরণে বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ামক ভূমিকা রেখেছিল।[৪২]

(ক) স্বচ্ছ মস্তিষ্ক এবং প্রখর ধীশক্তি :

আরবরা ছিল নিরক্ষর জাতি। তারা লেখাপড়া জানত না। একজন নিরক্ষরকে নির্ভর করতে হয় তার স্মৃতিশক্তির ওপর। এতে মস্তিষ্কের অধিক ব্যবহারের কারণে স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে। আর আরব জাতি ছিল অত্যন্ত মেধাবী ও উচ্চ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তারাই ছিল সেই জাতি যারা নিজেদের বংশপরিচয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর মুখস্থ করে রাখত, তা যত দীর্ঘই হোক না কেন। তারা কোন সুদীর্ঘ কবিতা বা বক্তব্য একবার শুনেই মুখস্থ করে ফেলত। লেখনীর কোন প্রচলন বা চর্চা

৪১. দ্র. শামসুদ্দীন যাহাবী, আল-মুঈন ফী তাবাক্বাতিল মুহাদ্দিছীন (আম্মান : দারুল ফুরকান, ১৪০৪হি.)।

৪২. ড. নূরুদ্দীন 'ইত্র, মানহাজুন নাক্বদ ফী উলূমিল হাদীছ (দামেশক : দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৩৭-৩৯।

না থাকায় তারা বংশতালিকা, কাব্যসাহিত্য, চলমান ঘটনাসমূহ, প্রাচীন গল্প-কাহিনী সবকিছুই মুখস্থ করে রাখত। সেই সাথে সভ্যতা থেকে দূরে থাকা এবং অতি সহজ-সরল জীবন যাপনের ফলে তাদের মস্তিষ্ক যাবতীয় পার্থিব জটিলতা থেকে পবিত্র ছিল। ফলে তীক্ষ্ম ধীশক্তি ও বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার জন্য তারা কিংবদন্তীতুল্য হয়ে উঠেছিল।

মুখস্থশক্তিতে আরব জাতি যে সুউচ্চ খ্যাতি অর্জন করেছিল তার তুলনা পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। তাদের অধিকাংশই তাদের বংশতালিকা মুখস্থ রাখত। শুধু নিজেদের পরিবার ও সম্প্রদায়ই নয়, এমনকি ঘোড়া ও উটের বংশতালিকা পর্যন্ত তারা মুখস্থ রাখত। তাদের ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত তা মুখস্থ রাখত। হাম্মাদ আর-রাভিয়াহ (৯৫-১৫৫হি.) ছিলেন আরবী কবিতার একজন বর্ণনাকারী। তিনিই প্রথম বর্ণনাকারীর অভিধায় ভূষিত হন। তিনি আরবী বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর দিয়ে একশতেরও অধিক কবিতা মুখস্থ করেছিলেন। যার অর্থ কমপক্ষে ৩ হাযার ৩৮টি দীর্ঘ কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল।[৪৩] এই ছিল সাধারণ আরবদের অবস্থা। তাহ'লে ছাহাবীদের ক্ষেত্রে এটি কেমন হবে, যারা কি না রাসূল (ছা.)-কে তাঁদের জীবনের চূড়ান্ত আদর্শ হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিটি বক্তব্য ও কর্মমালাকে যেকোন মূল্যে নিজের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন? তারা তো কুরআন ও হাদীছকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখবেন, সেটিই স্বাভাবিক।

(খ) ধর্মীয় অভিপ্রায় :

আরবগণ যখন থেকে ইসলামের পরিচয় পেয়েছেন এবং ইসলামকে আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হিসাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তখন থেকে দ্বীন পালনই ছিল তাদের জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সন্দেহ নেই যে, তাদের হাদীছ মুখস্থকরণের পিছনে শক্ত প্রভাবক হিসাবে এই একটি কারণই যথেষ্ট ছিল। পার্থিব জীবনে কোন বিষয় যখন মানুষ গুরুত্বের সাথে নেয়, তখন তার জন্য সর্বোচ্চ মেধা ও প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

৪৩. যিরিকলী, আল-আ'লাম (বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ১৫শ প্রকাশ, ২০০২খ্রি.), ২/২৭১।

সুতরাং যাকে ছাহাবীরা জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান বিষয় জ্ঞান করেছিলেন, যার জন্য শত কষ্ট স্বীকার এমনকি জীবন দিতেও সদা প্রস্তুত ছিলেন, তার প্রতি তাঁরা কতটুকু মনোযোগী হবেন, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত রাসূল (ছা.) নিজেই যখন ছাহাবীদেরকে হাদীছ মুখস্থকরণের প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীছ শ্রবণ করেছে, অতঃপর তা মুখস্থ করেছে এবং তা প্রচার করেছে। কেননা (মুখস্থ ও প্রচারের মাধ্যমে) হয়ত কোন জ্ঞানের বাহক তার চেয়ে অধিকতর জ্ঞানীর কাছে (সেটি) পৌঁছে দেবে। অথবা হয়তবা কোন জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নন'।[৪৪] ফলে হাদীছ মুখস্থ করা ও তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াকে ছাহাবীগণ আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

যেমন আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, إِنِّي لَأُجَزِّئُ اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: فَثُلُثٌ أَنَامُ، وَثُلُثٌ أَقُومُ، وَثُلُثٌ أَتَذَكَّرُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করেছি, এক-তৃতীয়াংশে আমি ঘুমাই, এক-তৃতীয়াংশে রাতের ছালাত আদায় করি এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশে আমি রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ মুখস্থ করি'।[৪৫]

(গ) পারস্পরিক হাদীছ চর্চার অভ্যাস :

কুরআনের মত হাদীছকে ইসলামী শরী'আতের অলংঘনীয় ভিত্তি জানার পর ছাহাবীদের মন-মগজে হাদীছ মুখস্থ করার বিষয়টি সহজাত হয়ে পড়েছিল। কেননা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা রাসূল (ছা.)-এর অনুসরণ করতেন। তাঁর বর্ণিত বক্তব্য ও কর্মকে অস্থি-মজ্জায় ধারণ করে পুংখানুপুংখ বাস্তবায়ন ঘটাতেন। তারা জানতেন যে, রাসূল (ছা.)-এর

৪৪. আবূদাঊদ হা/৩৬৬০; তিরমিযী হা/২৬৫৭; ইবনু মাজাহ হা/২৩০। হাদীছটি বহু সূত্র থেকে বর্ণিত এবং মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত।
৪৫. দারিমী হা/২৭২।

প্রাপ্ত জ্ঞান সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান, যাতে এতটুকু ভুলের আশংকা নেই।

ফলে স্বভাবতই মনে-প্রাণে হাদীছ মুখস্থ রাখা এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া তাদের দৈনন্দিন জীবনেরই অপরিহার্য অংশ ছিল। তাদের অবসরের প্রিয় কাজ ছিল রাসূল (ছা.)-এর কথা ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া। সুন্নাহই ছিল তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে তাদের এই হাদীছ চর্চার অভ্যাস হাদীছ সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কেননা রাসূল (ছা.) তখন জীবিত ছিলেন। কোন হাদীছে কম-বেশী ঘটলে বা কেউ ভুলে গেলে তা সরাসরি তাঁর নিকট থেকেই সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ ছিল। এভাবে হাদীছ শাস্ত্রের হুবহু সংরক্ষণ এবং বহির্মিশ্রণ থেকে পরিশুদ্ধ রাখার প্রক্রিয়াটি আরো নিখুঁত হয়েছিল।

(ঘ) রাসূল (ছা.)-এর গৃহীত পদ্ধতি :

রাসূল (ছা.) জানতেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাহাবীরাই হবেন দ্বীন প্রচারের ধারক ও বাহক। তাই দ্বীন প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন শিক্ষকের মত। একজন আদর্শ শিক্ষকের মতই তিনি ছাহাবীদের হাদীছ আত্মস্থকরণের সুবিধার্থে বেশ কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেন। যেমন-

(১) তিনি কখনও দ্রুত ও একনাগাড়ে কথা বলতেন না, বরং ধীর-স্থিরভাবে থেমে থেমে বলতেন যাতে শ্রোতার মস্তিষ্কে তা স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। তিনি দীর্ঘ বাক্যে কথা বলতেন না, বরং যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই বলতেন। যেমন আয়েশা (রা.) উল্লেখ করেছেন, 'তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী যদি গণনা করতে চাইত, তবে তা করতে পারত'।[৪৬] তিনি আরো বলেন, 'রাসূল (ছা.) তোমাদের মত দ্রুতলয়ে একাধারে কথা বলতেন না, বরং তিনি স্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক শব্দে কথা বলতেন। এতে করে তাঁর কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি (সহজেই) তা মুখস্থ করে ফেলত'।[৪৭]

৪৬. বুখারী হা/৩৫৬৭; মুসলিম হা/২৪৯৩।
৪৭. তিরমিযী হা/৩৬৩৯।

(২) রাসূল (ছা.) প্রায়ই তাঁর কথা পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে মানুষের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়। আনাস (রা.) বলেন, 'রাসূল (ছা.) যখন কোন কথা বলতেন, তখন তিনবার বলতেন, যাতে তা বোঝা যায়'।[৪৮]

(৩) তিনি বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ ভাষার অধিকারী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় এজন্য হাদীছকে বলা হয়েছে 'হিকমত'।[৪৯] রাসূল (ছা.) নিজেই বলেন, بعثت بجوامع الكلم، 'আমি সারগর্ভ বাণী (সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত অর্থবহ) সহ প্রেরিত হয়েছি'।[৫০] সাধারণত যে কোন অলংকারপূর্ণ ভাষা মানুষের অন্তরে রেখাপাত করে এবং মস্তিষ্কে দ্রুত গেঁথে যায়। সুতরাং কাব্যপ্রিয় এবং বিশুদ্ধভাষী আরবজাতির জন্য তা আত্মস্থ করা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

মুখস্থ সংরক্ষণের প্রধান কারণসমূহ :

(১) লেখালেখির প্রচলন না থাকা :

প্রাথমিক যুগে হাদীছ লিখনের পরিবর্তে মুখস্থকরণের অন্যতম কারণ ছিল যে, সেই যুগে আম জনসাধারণ লিখতে বা পড়তে জানত না কিংবা এতে অভ্যস্ত ছিল না।[৫১] সেজন্যে কুরআনে তাদেরকে নিরক্ষর জাতি হিসাবে পরিচয় দেয়া হয়েছে।[৫২] রাসূল (ছা.) নিজেই বলেছেন, إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، 'আমরা হ'লাম নিরক্ষর জাতি। আমরা লিখতে জানি না, হিসাব করতেও জানি না'।[৫৩]

সামান্য যে কয়েকজন লিখতেন, তারাও মূলত মুখস্থকরণের সুবিধার্থে লিখতেন। ১ম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগ পর্যন্ত এই রীতিই চালু ছিল। সে যুগে মক্কা ও মদীনায় কেবল পবিত্র কুরআন ব্যতীত কোন লিখিত গ্রন্থ পাওয়া ছিল দুষ্কর। ইমাম মালিক (১৭৯হি.) বলেন, لم يكن مع ابن

৪৮. বুখারী হা/৯৪, ৯৫।
৪৯. বাক্বারা ২/১২৯, ১৫১, ২৩১; আলে ইমরান ৩/১৬৪, নিসা, ১১৩ প্রভৃতি।
৫০. বুখারী হা/৭০১৩; মুসলিম হা/৫২৩।
৫১. মুছত্বফা আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নাবাভী, ১/৪৩।
৫২. (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ) জুম'আ ২।
৫৩. বুখারী হা/১৯১৩; মুসলিম হা/১০৮০।

شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه قال: و لم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه محاه، 'ইবনু শিহাব আয-যুহরীর (নিজস্ব) লিখিত কোন (হাদীছ) গ্রন্থ ছিল না, তাঁর কওমের বংশ সম্পর্কিত সম্বন্ধকৃত গ্রন্থ ছাড়া। মানুষ তখন কিছু লিখত না, বরং মুখস্থ করত। তাদের মধ্যে যারা লিখতেন, তারা কেবল মুখস্থ করার উদ্দেশ্যেই লিখতেন। অতঃপর মুখস্থ হয়ে গেলে তা মুছে ফেলতেন'।[৫৪]

(২) লেখাকে অবমাননাকর মনে করা :

প্রথম শতাব্দী হিজরীর লোকেরা ঐতিহ্যগতভাবে এতটাই স্মৃতিনির্ভর ছিলেন যে, তারা লেখাকে রীতিমত অপমানকর মনে করতেন। যদি কেউ লিখতেনও তবুও বিষয়টি কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। কেননা তারা বিব্রতবোধ করতেন এই ভেবে যে, এতে মানুষের কাছে তাদের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হবে।[৫৫] ফলে লেখা তো দূরের কথা, একবার কোন কথা শোনার পর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করাও অনেক সময় তাদের জন্য অস্বাভাবিক গণ্য হ'ত।

খ্যাতনামা তাবেঈ বিদ্বান শা'বী (১০০হি.) বলেন, ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا استعدت حديثا من إنسان، 'আমি না কখনো সাদা কাগজে কালো অক্ষরে লিখেছি, আর না কখনো কোন মানুষের কাছে একবার হাদীছ শোনার পর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করেছি'।[৫৬]

শা'বী (১০০হি.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি তাঁর ছাত্র শিবাককে বললেন, يا شباك، أرد عليك، يعني: الحديث؟ ما أردت أن يرد علي حديث قط 'হে শিবাক! আমি তোমাকে হাদীছ পুনরায় শোনাব?

৫৪. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেঊ বায়ানিল ইলম, ১/২৭৪।
৫৫. আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আদ-দারিমী, দারিমী, তাহক্বীক : হুসাইন সালীম আসাদ (সঊদীআরব : দারুল মুগনী, ২০০০খ্রি.) হা/৪৯৯।
৫৬. তদেব হা/৪৯৯।

আমি তো কখনই চাইতাম না যে, আমার জন্য কোন হাদীছ পুনরাবৃত্তি করা হোক'।[৫৭]

ইমাম মালেক (১৭৯হি.) বলেন, ইবনু শিহাব যুহরী (১২৪হি.) একবার একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। অতঃপর কোন এক রাস্তায় তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। আমি তাঁকে তাঁর বাহনের লাগাম ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবূ বকর (ইমাম যুহরীর উপনাম)! যে হাদীছটি আপনি আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, সেটি পুনরায় আমাকে শোনান। তিনি জবাব দিলেন, তুমি হাদীছ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা কর? আমি বললাম, কেন আপনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতেন না? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, লিখতেনও না? তিনি বললেন, না'।[৫৮]

আদ-দারিমী (২৫৫হি.) তাঁর 'সুনান'-এর ভূমিকায় পৃথক পরিচ্ছেদ রচনা করে কাতাদাহ, মুজাহিদ, আওযাঈ, ইবরাহীম নাখঈ, ইবনু সীরীন, উবায়দাহ এমন বহু সংখ্যক খ্যাতনামা মুহাদ্দিছদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করাকে অপছন্দ করতেন।

ইবনু আব্দিল বার্র (৪৬৩হি.) তাঁর 'জামেঊ বায়ানিল ইলম' গ্রন্থে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের বিরোধী মুহাদ্দিছদের বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন, 'আমি এই পরিচ্ছদে যাদের কথা উদ্ধৃত করেছি, তারা ছিলেন আরবদের পদাংক অনুসরণকারী। তারা প্রকৃতিগতভাবেই ছিলেন মুখস্থকরণের উপর নির্ভরশীল। এটাই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। যারা লেখনীকে অপসন্দ করতেন তারা ছিলেন, ইবনু আব্বাস (রা.), শা'বী, ইবনু শিহাব যুহরী, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদাহ এবং তাদের পদাংক অনুসরণকারী ও বৈশিষ্ট্যধারীগণ। মুখস্থ করাই ছিল তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের কারো জন্য একবার শ্রবণ করাই যথেষ্ট হয়ে যেত। যেমন- ইবনু শিহাব যুহরী (১২৪হি.) বলতেন, আমি বাকী' অতিক্রম করার সময় নিজের কান বন্ধ করে রাখি এই ভয়ে যে, আমার কানে কোন মন্দ কথা ঢুকে যাবে। আল্লাহ্র কসম! আমার কানে এমন কোন কথা কখনো ঢোকেনি যা আমি ভুলে গেছি। আশ-শা'বী (১০০হি.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

---

৫৭. তদেব হা/৪৬৬।
৫৮. তদেব হা/৪৬৭।

তারা ছিলেন প্রত্যেকেই আরব। রাসূল (ছা.) বলেন, 'আমরা একটি নিরক্ষর জাতি, লিখতেও জানি না, হিসাবও জানি না'।[৫৯]

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আরবরা মুখস্থবিদ্যায় পারঙ্গম ছিল। তাদের কেউ কারো কবিতা একবার শোনাতেই মুখস্থ করে ফেলতেন। ইবনু আব্বাস (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ওমর ইবনু আবী রাবী'আহর কবিতা এক শোনাতেই মুখস্থ করেছিলেন। তবে সময় গড়ানোর সাথে সাথে এই বৈশিষ্ট্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং লেখনীর আবশ্যকতা প্রতিভাত হ'তে থাকে। এজন্য ইবনু আব্দিল বার্র (৪৬৩হি.) বলেন, 'আজকের যুগে আর এমন কেউ নেই। যদি লিখিত বই না থাকত, তবে জ্ঞানের অনেক কিছুই বিনষ্ট হয়ে যেত। রাসূল (ছা.) জ্ঞান লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন। বিদ্বানদের বিরাট সংখ্যক একটি দলও এর অনুমতি দিয়েছেন এবং প্রশংসনীয় কাজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন'।[৬০]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বিদ্বানদের মতে, ছাহাবী ও তাবেঈদের একটি দল হাদীছ লেখাকে অপসন্দ করতেন এবং তারা চাইতেন যে, যেমনভাবে তারা নিজেরা হাদীছ মুখস্থ করেছেন, তেমনিভাবে অন্যরাও তাদের কাছ থেকে হাদীছ মুখস্থ করুক'।[৬১]

(৩) কুরআনের সাথে সাদৃশ্যের আশংকা :

প্রাথমিক যুগে হাদীছ মুখস্থকরণকে প্রাধান্য দেয়ার অন্যতম কারণ ছিল, কুরআনের সাথে লিপিবদ্ধ হাদীছগ্রন্থের সাদৃশ্য ঘটার আশংকা। কুরআনের সমতুল্য বস্তুর আবির্ভাবকে তাঁরা কুরআনের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। আবূ নাযরা থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে লিখে দিবেন না, যাতে আমরা মুখস্থ করতে পারি? আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বললেন, না, আমি তোমাদেরকে লিখে দেব না এবং তা কুরআনে পরিণত হ'তে দেব না। বরং তোমরা আমাদের নিকট থেকে মুখস্থ কর, যেমনভাবে আমরা রাসূল (ছা.) থেকে মুখস্থ করেছি।[৬২]

---

৫৯. মুসলিম হা/১০৮০।
৬০. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম, ১/২৯৪।
৬১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১/২০৮।
৬২. দারিমী হা/৪৮৭।

ইবনু মাসঊদ (রা.) জানতে পারলেন যে, লোকদের কাছে একটি কিতাব রয়েছে, যা দেখে তারা চমৎকৃত হয়েছে। তিনি তাদের মাঝে অবস্থানকালেই তাঁর কাছে কিতাবটি আনা হ'ল। ইবনু মাসঊদ (রা.) সেটা পেয়ে মুছে ফেললেন। অতঃপর বললেন, إِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ أَقْبَلُوا عَلَى كُتُبِ عُلَمَائِهِمْ، وَتَرَكُوا كِتَابَ رَبِّهِمْ 'তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবরা ধ্বংস হয়েছে। (কেননা) তারা তাদের আলেমদের কিতাবে সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং তাদের প্রভুর কিতাব থেকে দূরে সরে পড়েছিল'।[৬৩]

ইবরাহীম আন-নাখঈ (৯৬হি.) পুস্তিকায় হাদীছ রচনাকে অপসন্দ করতেন এবং বলতেন, يشبه بالمصاحف 'এটা কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যাবে'।[৬৪]

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (৯৪হি.)-কে প্রথম সনদ সহকারে আনুষ্ঠানিক হাদীছ সংকলক বলা হয়। তিনিও কিতাব লেখার পর পুড়িয়ে ফেলেছিলেন কুরআনের সাথে সাদৃশ্য ঘটার ভয়ে। তাঁর পুত্র হিশাম বর্ণনা করেন, হার্রার যুদ্ধের দিন (৬৩হি.) আমার পিতা তাঁর লিখিত কিতাবসমূহ পুড়িয়ে ফেলেন যাতে তা কুরআনের মত গ্রন্থে পরিগণিত না হয়।[৬৫] পরবর্তীতে তিনি অবশ্য এর জন্য অনুতপ্ত হন এবং বলেন, كنا نقول لا يتخذ كتاب مع كتاب الله فمحوت كتبي فوالله لوددت أن كتبي عندي إن كتاب الله قد استمرت مريرته 'আমরা বলতাম যে, আল্লাহ্র কিতাবের সাথে কোন কিতাব একত্রে থাকতে পারে না। সেজন্য আমার গ্রন্থটি আমি মিটিয়ে ফেলেছিলাম। (এখন) আল্লাহ্র কসম! আমার

৬৩. তদেব হা/৪৮৫।
৬৪. তদেব হা/৪৭৯।
৬৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯০খ্রি.), ৫/১৩৭।

আকাঙ্ক্ষা হয় যে, যদি গ্রন্থগুলো আমার কাছে থাকত! আল্লাহ্র কিতাব তো তার আপন গতিতেই চলমান রয়েছে'।[৬৬]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.) প্রাথমিক যুগে হাদীছ লিপিবদ্ধ না হওয়ার ৩টি কারণ উল্লেখ করেছেন : (১) কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় ছাহাবীদেরকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, যেমনটি ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় পাওয়া যায়। (২) তাদের মুখস্থশক্তির ব্যাপকতা ও চালু মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া (৩) তাদের অধিকাংশেরই লেখনীর ক্ষমতা না থাকা।[৬৭]

৩. লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ

পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীছ সংকলন ও সংরক্ষণ প্রচেষ্টাও একই সাথে শুরু হয়েছিল। তবে রাসূল (ছা.) প্রথম পর্যায়ে কুরআনের মত হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছা.) বলেন, لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ 'তোমরা আমার বাণী লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ব্যতীত আমার কোন কথা কেউ যদি লিপিবদ্ধ করে থাকে, তবে সেটা যেন মুছে ফেলে'।[৬৮] ফলে ছাহাবীরা সাধারণত হাদীছ মুখস্থই সংরক্ষণ করতেন। তবে যেটি লক্ষ্যণীয় তা হ'ল, হাদীছ লিখিতভাবে সংরক্ষণে রাসূল (ছা.) ছাহাবীদেরকে সাধারণভাবে নিষেধ করেছিলেন, আবার একই সাথে কোন কোন ছাহাবীকে অনুমতিও দিয়েছিলেন। সমসাময়িক বিদ্বানগণ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং রাসূল (ছা.)-এর এই বিপরীতমুখী নির্দেশনার জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হ'ল।

---

৬৬. আবূ নাঈম আল-আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া (মিসর : দারুস সা'আদাহ, ১৯৭৪খ্রি.), ২/১৭৬; আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসান ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৫খ্রি.), ৪০/২৫৮; শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরূত : মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ : ১৯৮৫খ্রি.), ৪/৪৩৬।

৬৭. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১/৬।

৬৮. মুসলিম হা/৩০০৪।

নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ :

ক. আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছা.) বলেন, لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، 'তোমরা আমার বাণী লিপিবদ্ধ করো না, যে ব্যক্তি আমার থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করে, সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার পক্ষ থেকে (যা শোন তা) বর্ণনা কর, তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়'।[৬৯]

খ. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا، 'আমরা রাসূল (ছা.)-এর নিকট (হাদীছ) লেখার অনুমতি চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন'।[৭০] **গ.** আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَكْتُبُ الْأَحَادِيثَ- فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي تَكْتُبُونَ؟ قُلْنَا: أَحَادِيثَ سَمِعْنَاهَا مِنْكَ. قَالَ: أَكِتَابًا غَيْرَ كِتَابِ اللهِ تُرِيدُونَ؟ مَا أَضَلَّ الْأُمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَّا مَا اكْتَتَبُوا مِنَ الْكُتُبِ مَعَ كِتَابِ اللهِ 'রাসূল (ছা.) আমাদের নিকট আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা হাদীছ লিখছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, এটা কি লিখছ তোমরা? আমরা বললাম, সেসব হাদীছ লিখছি, যা আপনার নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাব বাদ দিয়ে অন্য কোন কিতাব

৬৯. মুসলিম হা/৩০০৪।

৭০. তিরমিযী হা/২৬৬৫; খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম (বৈরূত : ইহইয়াউস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ, ২য় প্রকাশ : ১৯৭৪খ্রি.), পৃ. ৩৩। হাদীছটির সনদ দুর্বল ও মুনকার। দ্র. মুছত্বফা আল-আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নাবাভী, পৃ. ৭৭)। তবে নাছিরুদ্দীন আলবানী সুনানুত তিরমিযীর তাহক্বীকে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

কামনা কর? তোমাদের পূর্বে যে উম্মতই আল্লাহ্র কিতাবের সাথে অন্য কোন কিতাব রচনা করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে'।[৭১]

ঘ. যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ يُكْتَبَ حَدِيثُهُ 'রাসূল (ছা.) তাঁর হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছেন'।[৭২]

অনুমতি প্রদানের হাদীছসমূহ :

ক. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল 'আছ (রা.) বলেন, كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أُرِيدُ حِفْظَهُ- فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ- فَقَالُوا : إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ بَشَرٌ- يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا- فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ- 'আমি রাসূল (ছা.) থেকে যা কিছু শুনতাম, তা লিখে রাখতাম। এর দ্বারা আমি তা সংরক্ষণ করতে চাইতাম। কিন্তু কুরায়েশরা আমাকে এটা করতে নিষেধ করল এবং বলল, তুমি রাসূল (ছা.) থেকে যা-ই শোন তা-ই লেখ, অথচ রাসূল (ছা.) একজন মানুষ। তিনি কখনও রাগতবস্থায় কিংবা কখনও প্রশান্ত অবস্থায় কথা বলেন। তখন আমি লেখা থেকে বিরত হ'লাম এবং রাসূল (ছা.)-কে বিষয়টি অবহিত করলাম। তখন রাসূল (ছা.) বললেন, তুমি লেখ। সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! আমার মুখ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই বের হয় না'।[৭৩] রাসূল (ছা.)-এর উক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হাদীছের একটি সংকলন তৈরী করেছিলেন। যা 'ছহীফাহ ছাদিক্বাহ' নামে পরিচিত।

---

৭১. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩৩। হাদীছটির সনদ দুর্বল। দ্র. মুছত্বফা আল-আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, পৃ. ৭৭।

৭২. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩৫। হাদীছটির সনদ দুর্বল। দ্র. দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, পৃ. ৭৮।

৭৩. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৮০।

খ. আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّى، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ، 'রাসূল (ছা.)-এর এমন কোন ছাহাবী ছিলেন না যিনি রাসূল (ছা.) থেকে আমার চেয়ে অধিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ব্যতীত। কেননা তিনি হাদীছ লিখতেন আর আমি লিখতাম না'।[৭৪]

গ. রাফি' ইবনু খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ছা.)-কে বললাম, আমরা আপনার নিকট থেকে অনেক কিছু শুনি। আমরা কি সেগুলি লিখে রাখব না? রাসূল (ছা.) বলেন, اُكْتُبُوْا وَلاَ حَرَجَ 'তোমরা লেখ, কোন সমস্যা নেই'।[৭৫]

ঘ. মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছা.) একটি বক্তব্য প্রদান করেন। তখন শ্রোতাদের মধ্যে একজন আবূ শাহ ইয়েমেনী রাসূল (ছা.)-এর কাছে এই বক্তব্য লিখিত আকারে চাইলেন। তখন রাসূল (ছা.) ছাহাবীদেরকে বললেন, اُكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ। 'তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও'।[৭৬]

ঙ. আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (ছা.) বলেছেন, قَيِّدُوا العِلمَ بالكِتابِ، 'তোমরা জ্ঞানকে কলমবন্দী কর'।[৭৭]

চ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রা.) বলেন, রাসূল (ছা.) বলেন, قيدوا العلم 'তোমরা জ্ঞানকে সংরক্ষণ কর'। আমি বললাম, কিভাবে সংরক্ষণ করব? তিনি বললেন, 'লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে'।[৭৮]

---

৭৪. বুখারী হা/১১৩।
৭৫. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৭২।
৭৬. বুখারী হা/২৪৩৪, ৬৮৮০।
৭৭. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি হা/৩৯৫।
৭৮. বায়হাক্বী, আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, তাহক্বীক : ড. যিয়াউর রহমান আল-আ'যামী (কুয়েত, দারুল খুলাফা, ১৪০৪হি.) হা/৭৬৬; জামেঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি হা/৪১২।

ছ. রাসূল (ছা.) আমর ইবনু হাযম সহ অন্যান্যদেরকে ছাদাকাহ, দিয়াত, উত্তরাধিকার সম্পত্তি এবং নানাবিধ সুন্নাহ লিখিত আকারে প্রদান করেছিলেন।[৭৯]

জ. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছা.) মৃত্যুশয্যায় যখন কাতরাচ্ছিলেন তখন বলেন, ائْتُونِى بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ 'আমার কাছে একটি খাতা নিয়ে এসো। আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেব, যাতে তোমরা পরবর্তীতে পথচ্যুত না হও'।[৮০] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, লেখনীর অনুমতি প্রমাণে এই হাদীছও একটি দলীল। তিনি উম্মতের জন্য এমন কিছু লিখতে চেয়েছিলেন যার দ্বারা তারা মতভেদ থেকে বাঁচতে পারে। আর তাঁর এই ইচ্ছা প্রকাশ নিঃসন্দেহে যথার্থ ছিল।[৮১]

সমন্বয়ী মত :

আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উভয়মুখী হাদীছসমূহের মাঝে সমন্বয়ে ওলামায়ে কেরাম বেশ কিছু সমাধানসূচক মন্তব্য করেছেন। যেমন -

ক. নিষেধাজ্ঞাটি পরবর্তীকালে অনুমোদনের হাদীছ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে নিষেধ করা হ'লেও পরবর্তীতে অনুমতি প্রদান করা হয়। যার প্রমাণ হ'ল ছাহাবীদেরকে রাসূল (ছা.) আবূ শাহের জন্য লিখে দিতে নির্দেশ দেন। আর তা ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।[৮২]

---

৭৯. জামেঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি হা/৩৯২।

৮০. বুখারী হা/১১৪, ৩০৫৩, ৩১৬৮, ৪৪৩১, ৪৪৩২, ৫৬৬৯, ৭৩৬৬।

৮১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১/২১০।

৮২. ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীছ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯৯খ্রি.), পৃ. ৪১২; আল-খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান শারহু আবূদাঊদ (আলেপ্পো : আল-মাতবা'আহ আল ইলমিয়াহ, ১৯৩২ খ্রি.), ৪/১৮৪; আন-নববী, আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম, ৯/১৩০; আস-সাখাভী, ফাৎহুল মুগীছ, ৩/৩৯। আব্দুল গনী আব্দুল খালেক এটিকে 'নসখ' বলতে রাযী নন। তিনি বলেন, সংমিশ্রণের আশংকা ব্যতীত সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করার কোন কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং প্রথমদিকে সম্পূর্ণভাবে হাদীছ লিখতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সাধারণভাবে অনুমতি দেয়া হয় এ কথা ঠিক নয়। বরং ইবনু হাজারের কথাটিই যথার্থ যেখানে তিনি বলেছেন, النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس 'নিষেধাজ্ঞাটি প্রথম যুগের। আর অনুমোদনের বিষয়টি পরবর্তী যা পূর্বতন হুকুমকে

খ. প্রাথমিক যুগে কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত হওয়ার আশংকায় হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এমন শংকা দূর হ'লে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।[৮৩] খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) বলেন, ونهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت , والمميزين بين الوحي وغيره، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن، ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن 'হাদীছ লেখার ব্যাপারে প্রাথমিক যুগে শক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল এই যে, তখন এমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কম ছিল, যারা অহী এবং অন্য কিছুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কেননা অধিকাংশ আরব বেদুঈনরা তখনও দ্বীনের ব্যাপারে ভাল জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়নি এবং জ্ঞানী-গুণীদের সংস্পর্শে আসেনি। ফলে তারা সেসব (হাদীছের) পাণ্ডুলিপি কুরআনের সাথে মিশিয়ে ফেলবে না এবং তা আল্লাহ্র কালাম হিসাবে বিশ্বাস করে বসবে না, এমন নিশ্চয়তা ছিল না।[৮৪]

গ. নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ছিল কুরআনের সাথে একই স্থানে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা তারা রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা শুনতেন এবং কেউ সম্ভবতঃ তা কুরআনের সাথেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফলে তাতে সংমিশ্রণ এবং পাঠকের জন্য বিভ্রান্তির আশংকা সৃষ্টি হয় কিংবা একই ছহীফাতে উভয়টি লিখলে ক্বারী বা পাঠক তা একই বস্তু মনে করার আশংকা তৈরী হয়। সেজন্য এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। তবে কুরআন ব্যতীত

বাতিল করেছে যদি না সেখানে সংমিশ্রণের আশংকা থাকে' (ফাৎহুল বারী, ১/২০৮)। অর্থাৎ সংমিশ্রণের আশংকা থাকলে সর্বাবস্থায় লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ। তবে সে আশংকা না থাকলে সর্বাবস্থায় জায়েয। সুতরাং এখানে 'নসখ' শব্দটি ব্যবহার করা অপ্রাসঙ্গিক। দ্র. আব্দুল গনী আব্দুল খালেক, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৪৪। আমার মতে, এখানে 'নসখ' শব্দটি পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করেছেন, পারিভাষিক অর্থে নয়। সুতরাং শব্দ যেটিই ব্যবহৃত হোক না কেন, উদ্দেশ্য এটাই যে, প্রথমাবস্থায় কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকা ছিল। পরবর্তীতে সে আশংকা দূর হয়ে যাওয়ায় মুসলিম উম্মাহ হাদীছ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছে।- গবেষক।

৮৩. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, ১/৪৯৫।

৮৪. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৫৭।

পৃথক কোন পৃষ্ঠা বা বস্তুতে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি বহাল ছিল।[৮৫]

ঘ. এই নিষেধাজ্ঞা কেবল অহী লেখক ছাহাবীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল। যদি তাদেরকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হ'ত, তাহলে তা কুরআনের সাথে নিশ্চিতভাবে সংমিশ্রিত হয়ে যেত। অন্যদের ক্ষেত্রে এ আশংকা না থাকায় এটি জায়েয ছিল।[৮৬]

ঙ. যাদের স্মরণশক্তি নির্ভরযোগ্য ছিল এবং ভুল থেকে নিরাপদ ছিল তাদের জন্য এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, কেননা তারা হয়তো কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করে বসতো। তবে যাদের ভুলে যাওয়ার আশংকা ছিল এবং স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল তাদের জন্য লেখনীর অনুমতি ছিল।[৮৭]

চ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ছিলেন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পাঠক। তিনি সুরিয়ানী এবং আরবী ভাষা লিখতে জানতেন। কিন্তু অন্য ছাহাবীরা অধিকাংশই লেখনীতে পারদর্শী ছিলেন না। ফলে তারা ভুল করবেন এই আশংকায় তাদের নিষেধ করা হয় এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের জন্য এই আশংকা না থাকায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল।[৮৮]

পর্যালোচনা :

প্রথমতঃ নিষেধাজ্ঞার হাদীছগুলির মধ্যে কেবল আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি ব্যতীত বাকি সবগুলিই যঈফ।[৮৯] উপরন্তু হাদীছটি মারফূ' না মাওকূফ তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ইমাম বুখারী (২৫৬হি.) বলেন, এটি মাওকূফ হওয়াই ছহীহ।[৯০] আর ছাহাবী এবং তাবেঈদের মধ্যে যারা লিপিবদ্ধকরণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন যেমন আবূ সাঈদ আল-

৮৫. আল-খাত্তাবী, মা'আলিমুস সুনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; ফাৎহুল বারী, ১/২০৮; তাদরীবুর রাবী, ১/৪৯৫।
৮৬. আব্দুল গনী আব্দুল খালেক, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ, পৃ. ৪৪৪।
৮৭. ফাৎহুল বারী, ১/২০; নববী, শরহ মুসলিম, ৯/১৩০; আস-সাখাভী, ফাতহুল মুগীছ, ৩/৩৯।
৮৮. ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীছ, পৃ. ৪১২।
৮৯. মুছত্বফা আল-আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, ১/৭৬-৭৮; আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ, পৃ. ৩৪-৪৩; রিফ'আত ফাওযী, তাওছীকুস সুন্নাহ ফিল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী, পৃ. ৪৬।
৯০. ফাৎহুল বারী, ১/২০৮; খত্বীব আল-বাগদাদীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন (তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩১)।

খুদরী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.), আবূ হুরায়রা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) প্রমুখ, তারা প্রত্যেকেই মুখস্থ ছেড়ে লেখনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া এবং ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়ার শংকা থেকে এমন অবস্থান নিয়েছিলেন। যা তাদের বর্ণনায় স্পষ্ট। কিন্তু পরবর্তীতে তারা অধিকাংশই উক্ত অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকেও হাদীছ লিপিবদ্ধ করার দলীল পাওয়া গেছে।

রামহারমুযী (৩৬০হি.) বলেন, وإنما كره الكتاب من كره من الصدر الأول، لقرب العهد، وتقارب الإسناد ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله، أو يرغب عن تحفظه والعمل به، فأما والوقت متباعد، والإسناد غير متقارب، والطرق مختلفة، والنقلة متشابهون، وآفة النسيان معترضة، والوهم غير مأمون، فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى، والدليل على وجوبه أقوى 'যারা লেখনী অপসন্দ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন প্রথম যুগের মানুষ। কেননা তাঁরা ছিলেন রাসূল (ছা.)-এর সমসাময়িক যুগের এবং তাঁদের সনদসূত্র ছিল নিকটবর্তী। এছাড়া তাঁরা এজন্য অপছন্দ করেছিলেন যেন লেখকরা লেখনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে অবহেলা না করে বসে এবং তা মুখস্থ সংরক্ষণ ও আমলে পরিণত করতে গাফলতী না করে। তবে যখন সময় অনেক দূরবর্তী হ'ল, সনদসূত্র দীর্ঘতর ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হ'ল, বর্ণনাকারীগণ পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যেতে লাগল, ভুলে যাওয়ার বিপদ উপস্থিত হ'ল, সন্দেহ থেকে বাঁচার পথ অনিরাপদ হয়ে গেল, তখন লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণই ছিল অধিক অগ্রগণ্য ও নিরাপদ। আর এটা যে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছিল সে ব্যাপারে শক্তিশালী দলীল বিদ্যমান।।[৯১]

সুতরাং হাদীছ লিপিবদ্ধকরণে রাসূল (ছা.)-এর নিষেধাজ্ঞা এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের বিরূপভাব সবই ছিল একটি সাময়িক প্রেক্ষাপটে। এছাড়া

৯১. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩৬-৪৩, ৪৯-৬১, ৮৭-৯৮। দ্র. আর-রামহারমুযী, আল-মুহাদ্দিছুল ফাছিল, পৃ. ৩৮৬।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, তাঁরা হাদীছ সংরক্ষণের প্রশ্নে কখনই বিতর্ক করেননি, বরং তাঁদের মধ্যে বিতর্ক ছিল কিভাবে সংরক্ষিত হবে– মুখস্থকরণ না কি লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে?

দ্বিতীয়তঃ খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) তাঁর 'তাক্বয়ীদুল ইলম' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে এই বিতর্কটি সমাধানের উদ্যোগ নেন। এর প্রথম অংশে তিনি লেখনীর ব্যাপারে অনীহা প্রকাশক হাদীছ এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের আছার উল্লেখ করেন। পরের অংশে ৩ জন ছাহাবী ও তাবেঈ'র নেতিবাচক অবস্থানের কারণ উল্লেখ করেছেন। আর শেষাংশে সে সকল হাদীছ এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের আছার নিয়ে এসেছেন, যা হাদীছ লেখনীর বৈধতা প্রমাণ করে।[৯২] অতঃপর ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) তাঁর সুদীর্ঘ আয়াসসাধ্য বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, যে সকল ছাহাবী এবং তাবেঈ অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তাদের দু'একজন বাদে সকলের পক্ষ থেকেই হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের উদাহরণ রয়েছে। এতে তিনি ৫২ জন ছাহাবীর তালিকা সহ ১ম হিজরী শতকে হাদীছ লিপিবদ্ধকারী জ্যেষ্ঠ ৫৩ জন তাবেঈ এবং কনিষ্ঠ ২৫২ জন তাবেঈ'র তালিকা বৃত্তান্ত সহকারে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে তাদের হাদীছ লেখনীর অনুমোদন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।[৯৩] নববী (রহঃ) বলেন, ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف অর্থাৎ '(প্রাথমিক দ্বিধাগ্রস্থতার পর) মুসলমানরা লেখনীর বৈধতার ব্যাপারে সকলেই

৯২. তিনি বলেন, '(হাদীছের গ্রন্থ রচনায়) প্রাথমিক বিরূপ মনোভাবের পর লোকেরা ব্যাপকাকারে হাদীছের কিতাবসমূহ ব্যবহার করা শুরু করল এবং তা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। কেননা বর্ণনাসমূহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সনদসূত্রসমূহ অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। হাদীছ বর্ণনাকারী ব্যক্তিদের নাম, উপনাম, বংশীয় উপাধি প্রভৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হাদীছের বর্ণসমষ্টিতেও বিভক্তি দেখা দিতে থাকে। এমতবস্থায় এত সব কিছু মুখস্ত রাখা মানুষের জন্য অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। ফলে হাদীছের কিতাবসমূহ এই যুগে মুখস্তকারীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠল। এর সাথে যুক্ত হ'ল সেসব লোকদের জন্য রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ লিখনের অনুমতি যাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল এবং সেই সাথে ছাহাবী, তাবিঈ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আমল, যারা একসময় লেখনীর বিরোধী ছিলেন। দ্র. খত্বীব আল-বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৬৪।

৯৩. দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, ১/৮৪-৩২৫।

ঐক্যমত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে মতপার্থক্য দূর হয়ে যায়'।[৯৪] সুতরাং এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তৃতীয়তঃ হাদীছ সংকলন সম্পর্কে রাসূল (ছা.)-এর গৃহীত নীতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, হাদীছ সংকলন প্রাথমিক পর্যায়ে দু'টি ধাপ অতিক্রম করেছিল। প্রথম ধাপে হাদীছ সংকলন নিষিদ্ধ করা হয় যেন তা কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত না হয়ে যায়। কেননা ছাহাবীগণ তখন ছিলেন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী। আর দ্বিতীয় ধাপে হাদীছ সংকলনের অনুমতি দেয়া হয় যখন দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ছাহাবীগণ কুরআনকে সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ও কুরআনের সাথে অন্যান্য লেখনীর পার্থক্য বুঝে নিয়েছিলেন। আস-সিবাঈ (১৯৬৪খ্রি.) বলেন, وأعتقد أنه ليس هنالك تعارض حقيقي بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن، إذا فهمنا النهي على أنه نهي عن التدوين الرسمي كما كان يُدَوِّنُ القرآن، وأما الإذن فهو سماح بتدوين نصوص مِنَ السُّنَّةِ لظروف وملابسات خاصة أو سماح لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون السُّنَّةَ لأنفسهم 'আমার বিশ্বাস এই যে, নিষেধাজ্ঞা ও অনুমোদনের হাদীছ সমূহের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। যেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি যে, নিষেধাজ্ঞা ছিল কুরআনের মত হাদীছের আনুষ্ঠানিক সংকলনের ব্যাপারে। আর অনুমতি ছিল বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুন্নাহ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অথবা কিছু ছাহাবীর জন্য যারা ব্যক্তিগত সংরক্ষণের জন্য সুন্নাহ লিখে রাখতেন'।[৯৫]

মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) বলেন, 'সন্দেহ নেই যে, বিভিন্ন যুগে বেশ কিছু মুহাদ্দিছ ছিলেন যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি এবং বিশেষ পরিস্থিতির কারণে। অবশ্য তারা পরে কোন একসময়ে হাদীছ লেখার

৯৪. আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম, ১৮/১৩০।
৯৫. মুছত্বফা আস-সিবাঈ, আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা, পৃ. ৬১।

ব্যাপারে পুনরায় প্রবৃত্তও হয়েছিলেন। যাইহোক প্রথম যুগে লিখিত কুরআনের সাথে কিছু ব্যাখ্যামূলক শব্দ লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে কুরআনুল কারীমের কিছু কিছু অপ্রচলিত পাঠ্য (কিরাআত) সৃষ্টি হওয়া এবং বৃহৎ একদল ছাহাবীর হাদীছ সংকলন কর্ম খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, লেখনীর প্রতি তাদের বিরূপভাব কখনই সর্বব্যাপী এবং স্থায়ী ছিল না'।[৯৬]

চতুর্থতঃ রাসূল (ছা.) তাঁর বাণীসমূহ উম্মতের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তা সংরক্ষণ না করা হ'ত, তবে এই প্রচারের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। কেননা এতে ইলম হারিয়ে যেত এবং বহু হাদীছ এমন হ'ত যে উম্মতের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছাতই না। আর ভুলে যাওয়া অধিকাংশ মানুষের প্রাকৃতিক প্রবণতা। সুতরাং মুখস্থকরণ ভুলের হাত থেকে নিরাপদ নয়। সেজন্য রাসূল (ছা.) কেউ ভুলে যাওয়ার আশংকা করলে তাকে লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের দিনে আবূ শাহকে হাদীছ লিখে দিতে বলেছেন। পরে ছাদাকা, মুক্তিপণ প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছাহাবীদেরকে প্রদান করেছিলেন। রাবীগণ এ ঘটনাগুলি বর্ণনাও করেছেন। পূর্ব যুগের এবং পরবর্তী যুগে কোন আলেমই এ বিষয়ে আপত্তি তোলেননি। সুতরাং এখান থেকে হাদীছ লেখনীর বৈধতা সুস্পষ্ট হয়।[৯৭]

পঞ্চমতঃ রাসূল (ছা.) ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্র শিক্ষক। শরী'আত প্রণয়নকালে তিনি মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণার্থে কোন বিষয়ে তিনি শুরুতে সাময়িকভাবে একরকম নির্দেশ দিয়েছেন, পরবর্তীতে সেটি পরিবর্তন করেছেন। যেমন ইসলামের প্রথম যুগে মুত'আহ বিবাহের অনুমতি ছিল।[৯৮] কিন্তু খায়বারের যুদ্ধের দিন এটি নিষিদ্ধ করা হয়।[৯৯] অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন সাময়িকভাবে আবার মুত'আহ বিবাহের অনুমতি দেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তা ক্বিয়ামত অবধি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা

৯৬. দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, ১/৮৩।
৯৭. মা'আলিমুস সুনান, ৪/১৮৪।
৯৮. বুখারী হা/৫১১৭; মুসলিম হা/১৪০৫।
৯৯. বুখারী হা/৪২১৬, ৫১১৫, ৫৫২৩, ৬৯৬১; মুসলিম হা/১৪০৭।

হয়।[১০০] তেমনিভাবে রাসূল (ছা.) প্রাথমিকভাবে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।[১০১] সুতরাং একইভাবে বিশেষ প্রেক্ষাপটে রাসূল (ছা.) লেখনীর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। আবার সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তিনি হাদীছ লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং নির্দেশও প্রদান করেছিলেন, যা বিগত দলীলসমূহে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

লিখিতভাবে সংরক্ষণের ধাপসমূহ

(১) অনানুষ্ঠানিক লেখনী :

ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনকালেই হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন। তবে সেটা ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে করেছিলেন না রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে করেছিলেন, তা নির্ণয় করা মুশকিল।[১০২] সাধারণভাবে ধারণা করা যায় যে, সেটা ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং মুখস্থকরণে সহযোগী মাধ্যম হিসাবেই সম্পাদিত হয়েছিল।[১০৩] এসব লেখনী ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে হওয়ার কারণে প্রাচ্যবিদগণ এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত একদল মুসলমান ধারণা করে যে, হাদীছ শাস্ত্র হিজরী ১ম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ এই সময়টি ছিল হাদীছ শাস্ত্র সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রাথমিক ধাপ। এসময় একদল ছাহাবী এবং তাবেঈ যখন হাদীছ মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রয়াস নিয়েছিলেন, তখন অপর একদল ছাহাবী লিখিতভাবে সংরক্ষণেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই ধাপে অনানুষ্ঠানিকভাবে সংকলন শুরু হয়। যা ছিল পরবর্তীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনার জন্য প্রধান রসদ। এভাবে তাদের ধারাবাহিক প্রয়াস হাদীছের চূড়ান্তভাবে গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

প্রথম হিজরী শতাব্দীতে হাদীছ লিপিবদ্ধভাবে সংকলনের ইতিহাসের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন ড. ফুয়াদ সেযগীন (১৯২৪খৃ.-

---

১০০. মুসলিম হা/১৪০৬।
১০১. মুসলিম হা/৯৭৭, ১৯৭৭।
১০২. মুছত্বফা আল-আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, ১/৬৮।
১০৩. ইবনু আব্দিল বার্র, জামেঊ বায়ানিল ইলম, ১/২৭৪।

)[১০৪], ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী (১৯৩০-২০১৭ খৃ.)[১০৫], ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ (১৯০৮-২০০২ খৃ.)[১০৬] এবং প্রাচ্যবিদদের মধ্যে ড. নাবিয়া এ্যাবোট (১৮৯৭-১৯৮১ খৃ.)[১০৭]। তাঁরা নানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই যুগে বিক্ষিপ্তভাবে সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হাদীছসমূহ অনেকটাই উদ্ধার করেছেন। এতে দেখা গেছে পরবর্তী যুগে সংকলিত অধিকাংশ হাদীছই প্রথম যুগে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং এ কথা বলার আর সুযোগ নেই যে, প্রথম যুগে শুধুমাত্র মুখস্থ আকারে সংরক্ষিত হওয়ায় হাদীছ শাস্ত্র সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। নিম্নে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় লিখিত নথিসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে লিখিত সংকলনসমূহ :

রাসূল (ছাঃ) আরবে এবং আরবের বাইরে রাজনৈতিক সমঝোতা এবং ইসলামের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে গোত্রপতি, শাসক প্রমুখের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করতেন এবং চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করতেন। হাদীছ ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ (২০০২খৃ.) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর মাক্কী জীবন থেকে শুরু করে বিদায় হজ্জ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হওয়া এমন প্রায় ২৮০টি দলীল উপস্থাপন করেছেন।[১০৮] এ সকল লিখিত দলীলসমূহ কয়েকভাবে বিভক্ত। যেমন-

(ক) শাসক ও রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ :

---

১০৪. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছিল-আরাবী, (রিয়াদ : জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৯১খৃ.)।

১০৫. দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী।

১০৬. ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ লিল আহদিন নাবাভী ওয়াল খিলাফাহ আর-রাশেদাহ (বৈরূত : দারুন নাফাইস, ১৯৮৭খৃ.)।

১০৭. Nadia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri : Quranic Commentary and Tradition (Chicago, 1967).

১০৮. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ১/১৯৮-২৬৯; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ৪৩-৩৬৮; হুসাইন শাওয়াত্ব, হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ ওয়া তারীখুহা, পৃ. ১২৩-১২৮; নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্ত কালয়, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৫, পুনর্মুদ্রণ (২), ২০০৮খৃ.), পৃ. ৫৩-৬১; মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১৬৫-১৭৯।

রাসূল (ছাঃ) রোম সম্রাট কায়ছার হেরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট কিসরা, মিসর রাজা মুক্বাওক্বিস, ইয়ামামার খৃষ্টান শাসক হাওযাহ ইবনু আলী, দামিশকের খৃষ্টান শাসক হারিছ ইবনু আবী শিমর আল-গাস্সানী, বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনু সাওয়া, ওমানের শাসক জায়ফার ও তাঁর ভাই, হাবশার সম্রাট নাজাশী, হিময়ারের বাদশাহ প্রমুখ প্রতাপশালী শাসকের নিকটে পত্র প্রেরণ করেন।[১০৯]

(খ) গোত্রসমূহের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ :

রাসূল (ছাঃ) ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন গোত্রের নিকটেও পত্র পাঠাতেন। যেমন বনু হারিছা ইবনু আমর, নাজরানের এক বিশপ পাদ্রী, জুরবা ও আযরাহবাসী, ইয়ামানবাসী, আসলাম গোত্র, বনু জুযাম, বনু খোযা'আহ প্রভৃতি গোত্রের নিকট তাঁর প্রেরিত পত্রসমূহ।[১১০] কখনও দূরবর্তী কোন গোত্রের প্রতিনিধি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসতেন এবং দীর্ঘ সময় তাঁর কাছে হাতে-কলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য অবস্থান করতেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের সময় তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট স্বীয় গোত্রের জন্য লিখিত নির্দেশিকা চাইতেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য নির্দেশিকা লিখে দিতেন। যেমন (ক) ইয়ামান থেকে ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) এসেছিলেন এবং ফেরৎ যাওয়ার সময় তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে অনুরোধ করেন, اُكْتُبْ لِي إِلَى قَوْمِي كتابا 'আমার কওমকে উদ্দেশ্য করে আমাকে একটি পত্র লিখে দিন'। রাসূল (ছাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-কে দিয়ে ৩টি পত্র লিখিয়ে নিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ)-এর জন্য ব্যক্তিগত এবং অপর দু'টি সাধারণভাবে ছালাত ও যাকাত আদায় এবং মদ, সূদ প্রভৃতি থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ সম্বলিত।[১১১] (খ) গামিদ গোত্রের ১০ জন লোক মদীনায় এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে

১০৯. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৪৬৭-৪৮৮।
১১০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৮৬খৃ.), ৫/১৬, ৫৩; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ১১৮, ১৭২, ২৭১, ৩২৪।
১১১. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ১/২১৯; ড. হামীদুল্লাহ, মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ২৪৭।

শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বলিত একটি পুস্তক প্রদান করেন এবং উবাই ইবনু কা'বের নিকট কুরআন শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন।[১১২] (গ) খাছ'আম গোত্রের একদল লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বলল, 'আমাদের জন্য এমন একটি পত্র লিখে দিন, যা আমরা অনুসরণ করব। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে (দ্বীনের বিধান সম্বলিত) একটি পত্র লিখে দিলেন'।[১১৩]

(গ) মুসলিম শাসক, বিচারক এবং যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের প্রতি প্রেরিত পত্রসমূহ :

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রসারের সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিয়োগকৃত বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা, সেনাপতি, কাযী এবং সরকারী কর্মচারীদের নিকট লিখিত পত্র প্রেরণ করতেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) আমর ইবনু হাযম (রাঃ) সহ অন্যান্য শাসকদেরকে যাকাত (রাজস্ব) আদায়ের নিয়মাবলী এবং দ্বীনের বিভিন্ন ফরয ও সুন্নাতসমূহ সম্পর্কে নির্দেশিকা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) আমর ইবনু হাযম (৫০হি.)-কে দশম হিজরীতে ইয়ামানের নাজরানে গভর্নর হিসাবে প্রেরণকালে ইয়ামানবাসীর উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ নছীহতনামা প্রদান করেন। যেখানে পবিত্রতা, ছালাত, যাকাত, ওশর, হজ্জ, ওমরাহ, জিহাদ, গনীমত ও জিযিয়া প্রভৃতি অনেক বিষয়ে নির্দেশিকা লিখিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর এই লিখিত দলীলটি তাঁর পৌত্র আবুবকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযমের নিকটে রক্ষিত ছিল। ইবনু শিহাব আয-যুহরী এই দলীলটি নিজে পাঠ করেন এবং বর্ণনা করেন।[১১৪] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

---

১১২. (وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه شرائع الإسلام) আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ১/২৬০।

১১৩. (آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله فاكتب لنا كتابا نتبع ما فيه فكتب لهم كتابا) তদেব, ১/২৬২।

১১৪. নাসাঈ, হা/৪৮৫৩-৪৮৫৭; দারিমী, হা/১৬৬১ ও অন্যান্য, ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৫৫৯; ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলম, ১/৩০১; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ২০৬-২১১। হাদীছটির সনদগুলো ত্রুটিপূর্ণ। এজন্য নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী নাসাঈ'র তাহক্বীক্বে এটি যঈফ বলেছেন। ইমাম মালেক তাঁর আল-মুওয়াত্ত্বায় (হা/৬৮০), আবুদাউদ তাঁর আল-মারাসীলে (হা/৯২) ও আন-নাসাঈ তাঁর সুনানে হাদীছটি মুরসাল সূত্রে এনেছেন। তবে অধিক প্রসিদ্ধির

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ 'রাসূল (ছাঃ) যাকাতের নীতিমালা সম্পর্কে একটি ফরমান লিপিবদ্ধ করান। কিন্তু কর্মচারীদের নিকট প্রেরণের পূর্বেই তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন। ফলে এটা তাঁর তরবারির সাথে যুক্ত ছিল। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) আমৃত্যু যাকাত আদায়ের উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করেন। একইভাবে ওমর (রাঃ)ও আমৃত্যু একই নীতি অবলম্বন করেন'।[১১৫] ইমাম যুহরী বলেন, সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে এটি পড়িয়েছেন এবং আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (রহঃ) ইবনু ওমর (রাঃ)-এর দুই পুত্র সালিম এবং আব্দুল্লাহ্র নিকট থেকে এটি অনুলিপি করে নেন।[১১৬]

(ঘ) চুক্তিনামা এবং সন্ধিসমূহ :

ইতিহাসগ্রন্থসমূহে এরূপ অসংখ্য পত্রের নযীর পাওয়া যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনায় পৌঁছানোর পর সেখানকার অধিবাসী ইহুদী এবং অন্যান্য আরব গোত্রসমূহকে সাথে নিয়ে কিছু চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেন। এতে প্রায় অর্ধশত ধারা সন্নিবেশিত হয়েছিল। যা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সীরাতগ্রন্থ সীরাতু ইবনি হিশামসহ প্রাচীন ইতিহাস-

---

কারণে বিদ্বানগণ বর্ণনাটিকে ছহীহ গণ্য করেন। নাছিরুদ্দীন আলবানী তাঁর তাহক্বীক্ব ছহীহ ইবনু হিব্বানে এই কারণেই সম্ভবত হাদীছটিকে 'ছহীহ লিগায়রিহি' বলেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ (আর-রিসালাহ, পৃ. ৪২০), ইয়া'কূব আল-ফাসাভী (আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ (বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ : ১৯৮১খৃ.), ২/২১৬), ইবনু আব্দিল বার্র (আল-ইস্তিযকার (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২০০০খৃ.), ৮/৩৭) প্রমুখ ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণে বর্ণনাটিকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة 'উক্ত (আমর বিন হাযমের) কিতাবের বিষয়ে যে হাদীছটি এসেছে তার সত্যায়ন করেছেন ইমামদের একটি দল, ইসনাদের দিক থেকে নয় বরং প্রসিদ্ধির দিক থেকে'। দ্র. আত-তালখীছুল হাবীর ৪/৫৮।

১১৫. আবূদাঊদ, হা/১৫৬৮-১৫৭০; তিরমিযী, হা/৬২১।

১১৬. আবূদাঊদ, হা/১৫৬৮-১৫৭০।

গ্রন্থসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এর শুরু ছিল এভাবে- هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، 'এটি আল্লাহ্র নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি দলীল। যা সম্পাদিত হ'ল, কুরাইশের মুমিন-মুসলমান এবং ইয়াছরিব (মদীনা)-বাসী এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে এবং তাদের সাথে যুক্ত হবে তাদের মধ্যে'।[১১৭] এছাড়াও ৬ষ্ঠ হিজরীতে বিখ্যাত হুদায়বিয়ার সন্ধি, ৮ম হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের সময় বনু গাতফানের সাথে চুক্তি, ৯ম হিজরীতে দুমাতুল জান্দালের শাসকের সাথে চুক্তি, তাবুক যুদ্ধের সময় ইউহান্নাহ ইবনু রুবাহ ও আয়লাবাসীর সাথে চুক্তি, বনু নাজরান, বনু ছাক্বীফ, বনু যামরা, বনু যুর'আ, বনু গাফফার, আসলাম গোত্র, বনু জুযাম, বনু ক্বুযা'আহ, তায়েফবাসী, বনু হাওয়াযেন, বনু খোযা'আহ প্রভৃতি গোত্রের সাথে কৃত সন্ধিনামাসমূহ সুপ্রসিদ্ধ।[১১৮]

(ঙ) ক্ষমা ও অনুদানের সিদ্ধান্তসমূহ :

যেমন হিজরতের পূর্বে সুরাকা ইবনু মালিককে ক্ষমা করে দিয়ে নিরাপত্তা প্রদানের স্মারক[১১৯] এবং ইসলাম গ্রহণের পর তামীম দারীকে ভূখণ্ড প্রদানের স্মারক।[১২০] এছাড়া খায়বারের দখলকৃত জমি ইহুদীদের মধ্যে বণ্টনের চুক্তিনামা[১২১], আব্বাস বিন মিরদাস আস-সুলামী, ইয়ামনের

---

১১৭. আব্দুল মালিক ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাভিইয়াহ, তাহক্বীক : ত্বহা আব্দুর রঊফ সা'দ (কায়রো : শারিকাতুত ত্বিবা'আহ আল-ফান্নিয়াহ আল-মুত্তাহিদাহ, তাবি), ২/১০৬; আবূ উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল (বৈরূত : দারুল ফিকর, তাবি), হা/৩২৮, পৃ. ১৬৬; ইবনু যানজুয়াইহ, আল-আমওয়াল (রিয়াদ : মারকাযুল মালিক ফায়ছাল লিল বুহূছ ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, ১৯৮৬খৃ.), হা/৭৫০; ২/৭৫০।

১১৮. কিতাবুল আমওয়াল, হা/৫০৮-৫১৭, পৃ. ২৫০-২৫৯; ইবনু যানজুয়াইহ, আল-আমওয়াল, হা/৯৮, ৪১৮, ৪২৫, ৬৫৫, ৭৩৫, ৭৪০, ৭৪৬, ৭৪৮, ১৭০৫ প্রভৃতি; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক পৃ. ২৬২-৩১১।

১১৯. আল-বিদায়াহ, ৩/১৮৫; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক পৃ. ৫৪।

১২০. কিতাবুল আমওয়াল, হা/৬৮২, পৃ. ৩৪৯; আল-আমওয়াল, হা/১০১৬, ২/৬১৪; মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ৩৭।

১২১. আল-বালাযূরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৭১৩।

আর-রুক্বাদ ইবনু আমর, বনু কুশায়ের গোত্র, বিলাল ইবনু হারিছ আল-মুযানীর গোত্র প্রমুখকে কৃষি ও সাধারণ জমি প্রদানচুক্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য।[১২২]

(চ) মুসলমানদের সংখ্যা সংক্রান্ত রেকর্ড বহি :

যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনাবাসীদের মধ্যে কতজন মুসলমান হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরী করতে বলেন। ছাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ প্রদান করেন, اكْتُبُوا لِى مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ- فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ 'তোমরা আমাকে যে সকল লোক মুসলমান হয়েছে তার একটি তালিকা লিখে দাও। অতঃপর আমরা তাঁকে ১৫০০ লোকের একটি তালিকা প্রদান করি'।[১২৩]

(জ) দাসমুক্তিদানের সিদ্ধান্তসমূহ :

রাসূল (ছাঃ) তাঁর একজন দাস আবূ রাফি'কে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন। এতে লিখিত ছিল, كتاب محمد رسول الله لفتاه أسلم: إني أعتقك لله عتقا مبتولا، الله أعتقك وله المنّ عليّ وعليك. فأنت حرّ لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الإسلام وعصمة الإيمان. 'এটি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পত্র, তাঁর একজন ইসলাম গ্রহণকারী গোলামের নিকট। আমি তোমাকে আল্লাহ্র জন্য পুরোপুরি মুক্ত করে দিলাম। আল্লাহ তোমাকে মুক্ত করুন। তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক আমার ও তোমার উপর। অতএব তুমি এখন স্বাধীন। ইসলামের পথ এবং ঈমানের সুরক্ষা ব্যতীত তোমার উপর আর কারও কোন অধিকার নেই'। এটি লিপিবদ্ধ করেন মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাঃ) এবং স্বাক্ষী থাকেন আবুবকর, ওছমান ও আলী (রাঃ)।[১২৪] এছাড়া রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক এক ইহূদীর নিকট থেকে সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে ক্রয় করে মুক্তি দানের চুক্তিনামা। যেটি লিখেছিলেন আলী (রাঃ) এবং সাক্ষী ছিলেন কয়েকজন

১২২. মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ২৬৯, ৩০৭, ৩১৮।
১২৩. বুখারী হা/৩০৬০।
১২৪. মাজমু'আতুল ওয়াছায়েক আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃ. ৩১৬।

ছাহাবী। অনুরূপভাবে তিনি জনৈক পারসিক দাস আবূ যামীরাহ এবং হিময়ারের যিল কিলা‘ গোত্রের নিকট পত্রপ্রেরণের মাধ্যমে ৪ হাযার মামলূক দাসকে মুক্ত করে দেন।[১২৫]

(ঝ) কোন কোন ব্যক্তির জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ :

যেমনভাবে ইয়ামনের আবূ শাহকে বিদায় হজ্জের ভাষণ লিখে দেয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১২৬]

রাসূল (ছাঃ)-এর লেখকগণ :

জাহিলী যুগে লেখনীকে অপমানজনক মনে করার রীতি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-ই সর্বপ্রথম এই চিরাচরিত মনোভাব দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ)-কে মদীনাবাসীদের লিখনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।[১২৭] বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তির একটি শর্ত এটাও ছিল যে, তাদের প্রত্যেকে (যারা লিখতে জানে) দশজন করে নিরক্ষর মুসলমানকে লেখনীবিদ্যা শিক্ষা দিবে।[১২৮] ফলে তাঁরই উৎসাহে মদীনায় একদল লেখকের সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের সংখ্যা ছিল ৫০-এর অধিক। তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ), ওছমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ), যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ), উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ), মু‘আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাঃ) প্রমুখ। এঁরা বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন। যেমন-

(ক) কুরআন সংকলনকারী লেখকগণ।

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশসমূহ সংকলনকারী লেখকগণ।

(গ) শাসক এবং রাজন্যবর্গের নিকট পত্র-প্রেরণের জন্য লেখকগণ।

---

১২৫. তদেব, পৃ. ৩২৮-৩৩০।
১২৬. বুখারী হা/২৪৩৪, ৬৮৮০; মুসলিম হা/৪৪৭-৪৪৮।
১২৭. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা‘রিফাতিছ ছাহাবাহ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৯৯৪খৃ.), ৩/২৬৩।
১২৮. ইবনু সা‘দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৯৯০খৃ.), ২/১৬।

(ঘ) সন্ধিচুক্তি এবং দাফতরিক চিঠিসমূহের লেখকগণ।

(ঙ) আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে চিঠি আদান-প্রদানকারী লেখকগণ প্রভৃতি।

মুছতফা আল-আ'যামী (২০১৭খৃ.) মোট ৪৮ জন লেখকের নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।[১২৯] এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেই তাঁর বাণীসমূহ অনানুষ্ঠানিকভাবে হ'লেও লিপিবদ্ধ হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর লেখকরাই ছিলেন এক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা পালনকারী।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক দলীলসমূহ সবই রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরী'আতের বহু দিক-নির্দেশনা এসব লৈখিক দলীল থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতে তাঁর নির্দেশক্রমেই হাদীছের কিয়দংশ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের লিখিত সংকলন সমূহ :

রাসূল (ছাঃ) থেকে যেমন হাদীছ লিখিত সংরক্ষণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতি উভয় প্রকার হাদীছ পরিলক্ষিত হয়, তেমনি তা ছাহাবীদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে কেউবা ছিলেন এর পক্ষে, কেউবা বিপক্ষে। কারও পক্ষ থেকে উভয় দলীলই পাওয়া যায়। যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে অনাগ্রহী ছিলেন তাঁরা মূলতঃ এই ভয়ে ভীত ছিলেন যে, হয়তবা এতে মানুষ কুরআন থেকে দূরে সরে যাবে।[১৩০]

---

১২৯. ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী, কুত্তাবুন নাবী (ছাঃ) (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ : ১৯৭৮ খৃ.)।

১৩০. (ক) ওমর (রাঃ) হাদীছ সংকলনের ব্যাপারে ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। অতঃপর এক মাস যাবৎ ইস্তিখারা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন, 'আমি হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্মরণ হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী এমন একটি কওমের কথা, যারা গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করেছিল এবং আল্লাহ্র কিতাব পরিত্যাগ করে সেসব গ্রন্থেই মগ্ন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমি অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করে আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে কোন প্রকার বিশৃংখলা হ'তে দেব না'। (খ) আলী (রাঃ) বলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, প্রত্যেক যে সকল ব্যক্তির কাছে কোন কিতাব রয়েছে তা ফিরিয়ে দেবে এবং তা মুছে ফেলবে। কেননা

কিন্তু সাধারণভাবে ছাহাবীগণ হাদীছ লেখনীকে অবৈধ মনে করতেন না। যেমনভাবে আবূবকর (রাঃ) ফরয ছাদাক্বাসমূহের ব্যাপারে বাহরাইনে তাঁর নিযুক্ত গভর্নর আনাস (রাঃ)-কে লিখিত আকারে দীর্ঘ নির্দেশনা দিয়েছিলেন।[১৩১] ওমর (রাঃ) আযারবাইজানে বা শামে অবস্থানরত তাঁর সেনাপতি উতবাহ ইবনু ফারক্বাদ (রাঃ)-কে হাদীছ লিখে দিয়েছিলেন।[১৩২] এছাড়া তাঁর তরবারীর কোষে পশুর ছাদাক্বা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ ছিল।[১৩৩] আলী (রাঃ)-এর নিকট একটি ছহীফা ছিল যাতে রক্তমূল্য বা দিয়াত, বন্দী মুক্তি এবং কাফিরকে হত্যার জন্য মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হবে না- মর্মে হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে।[১৩৪] অনুরূপভাবে আয়েশা[১৩৫], আবূ হুরায়রা, মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান[১৩৬], আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ[১৩৭], আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস[১৩৮], আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর[১৩৯],

---

মানুষ তখনই ধ্বংস হয়েছে যখন তারা তাদের ওলামায়ে কেরামের মতামত অনুসরণ করেছেন এবং তাদের প্রভুর কিতাবকে পরিত্যাগ করেছে'। (গ) একইভাবে ছাহাবী যায়েদ বিন ছাবিত, আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবূ সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) প্রমুখও একই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য : ইবনু আব্দিল বার্র, জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/২৬৮-২৭৬; খত্বীব বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৩৬-৪৩; ড. আকরাম যিয়া ঊমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ (মদীনা : মাকতাবাতুল ঊলূম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ প্রকাশ : ১৯৮৪খৃ.), পৃ. ২২৬)।

১৩১. বুখারী, হা/১৪৫৩, ১৪৫৪; আহমাদ, হা/৭৮।

১৩২. আহমাদ, হা/৯২, ২৪৩, ৩৫৬; খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, তাহক্বীক : আবূ আব্দুল্লাহ আস-সাওরাক্বী ও ইবরাহীম হামদী (মদীনা : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ, তাবি), পৃ. ৩৩৬।

১৩৩. আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, পৃ. ৩৫৩।

১৩৪. বুখারী, হা/১১১; 'জ্ঞান লিপিবদ্ধকরণ অধ্যায়'।

১৩৫. মুসলিম, হা/১৩২১; তিরমিযী, হা/২৪১৪; মুহাম্মাদ রফী' ওছমানী, কিতাবাতে হাদীছ আহদে রিসালাত ওয়া আহদে ছাহাবা মেঁ (করাচী : ইদারাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৯খৃ.), পৃ. ১৫২-১৫৬।

১৩৬. বুখারী, হা/১৪৭৭, ৬৪৭৩, ৭২৯২।

১৩৭. জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/৩১১।

১৩৮. عن سلمى قالت: رأيت عبد الله بن عباس معه ألواح يكتب عليها عن أبي رافع شيئا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم -ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ২/২৮৩।

১৩৯. عن نافع أن ابن عمر كان له كتب ينظر فيها قبل أن يخرج إلى الناس -আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৩/২৩৮।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ, বারা ইবনু আযেব[১৪০], আনাস ইবনু মালেক[১৪১], সা'দ ইবনু উবাদাহ[১৪২], উবাইদাহ আস-সালমানী[১৪৩], হাসান ইবনু আলী[১৪৪] প্রমুখ ছাহাবীগণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন কিংবা অনুমতি দিয়েছেন।[১৪৫] এতে দেখা যায় যে, যে সকল ছাহাবী পূর্বে অপসন্দভাব প্রকাশ করেছেন, তাদের অধিকাংশই পরে ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কেননা লেখনীর প্রতি তাদের আপত্তির কারণ ছিল, কুরআনের সাথে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা। সুতরাং যখন এই শংকা দূরীভূত হ'ল, তখন তাদের আপত্তিও অপসৃত হ'ল। নিম্নে ছাহাবীদের সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীছের ছহীফাসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

(১) সা'দ ইবনু উবাদাহ আল-আনছারী (১৪ হি.)-এর সংকলিত ছহীফা।[১৪৬]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (৮৬/৮৭হি.)-এর সংকলিত ছহীফা।[১৪৭]

(৩) সামুরা ইবনু জুনদুব (৫৮/৫৯হি.)-এর সংকলিত ছহীফা।[১৪৮] অনুমান করা যায়, ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এই ছহীফার অধিকাংশ কিংবা সকল হাদীছই নিয়ে এসেছেন।[১৪৯]

---

১৪০. عن عبد الله بن حنش قال: رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب -জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/৩১৬।

১৪১. হুবায়রা বিন আব্দুর রহমান বলেন, আনাস (রাঃ) হাদীছ বর্ণনার সময় যখন অধিক মানুষ তাঁর নিকট একত্রিত হ'ত, তখন তিনি একটি স্থানে তাঁর সংকলিত হাদীছসমূহ রাখতেন এবং বলতেন, هذه أحاديث سمعتها وكتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وعرضتها عليه -তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯৫।

১৪২. মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুস্তী, মাশাহীরু উলামাইল আমছার (মানছূরা : দারুল ওয়াফা, ১৯৯১খৃ.), পৃ. ২১০।

১৪৩. জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/২৮৬; তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৬১।

১৪৪. তিনি তাঁর সন্তান এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, تعلموا تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم، وتكونون كبارهم غدا فمن لم يحفظ منكم فليكتب -খত্বীব বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯১; ঐ, আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, পৃ. ২২৯।

১৪৫. জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/২৯৮; তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৮৪-৯২; বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২২৭।

১৪৬. তিরমীযী, হা/১৩৪৩, সনদ ছহীহ।

১৪৭. বুখারী, হা/২৯৬৫, ২৯৬৬।

(৪) আবূ রাফি‘ মাওলান্নাবী (৪০হি.)-এর সংকলন, যাতে ছালাত সম্পর্কিত হাদীছ ছিল।[১৫০]

(৫) আবূ হুরায়রা (৫৯হি.)-এর সংকলনসমূহ। যেমন হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (৪০-১০৩হি.) সংকলিত ছহীফা। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন, সাঈদ আল-মাক্বুরী প্রমুখ তাবেঈও তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ-এর সংকলনটি ‘ছহীফা ছহীহা’ (الصحيفة الصحيحة) নামে প্রসিদ্ধ। এটি তিনি আবূ হুরায়রা (৫৯হি.) হ’তে সরাসরি সংকলন ও বর্ণনা করেছিলেন। এর হাদীছ সংখ্যা মোট ১৩৮টি। এটি ছাহাবীদের সংকলনের মধ্যেই ধরা হয়, কেননা এটি মূলতঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে সরাসরি সংকলিত ছহীফা। ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ এই ছহীফাটির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের এক লাইব্রেরী থেকে। পরে দামিশকের যাহেরিয়া লাইব্রেরীতেও এর অনুলিপি পাওয়া যায়। তিনি এ দু’টি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেন এবং ১৯৫৩ সালে দামেশকের এক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। তিনি দামিশকের এই পাণ্ডুলিপিটি হিজরী প্রথম শতকে সংকলিত এবং হাদীছের সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপি বলে অভিহিত করেছেন।[১৫১] তিনি উক্ত পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের সাথে মুসনাদ আহমাদের বর্ণনাগুলো তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, এতে সামান্য কিছু শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম যুগে লিপিবদ্ধ তাবেঈদের সংকলনসমূহ পরবর্তী হাদীছগ্রন্থসমূহের অন্যতম উৎস ছিল।

---

১৪৮. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (হিন্দ : দায়েরাতুল মা‘আরিফ আন-নিযামিয়াহ, ১৩২৬হি.), ৪র্থ/২৩৭।

১৪৯. আহমাদ, হা/২০০৭৮-২০২৬৮।

১৫০. আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, পৃ. ৩৩০।

১৫১. ড. হামীদুল্লাহ, ‘আক্বদামু তা’লীফীন ফিল হাদীছিন নাবাভী ছহীফা হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ ওয়া মাকানাতুহা ফী তারীখি ইলমিল হাদীছ ’(দামিশক : মাজাল্লাতুল মাজমা‘ আল-ইলমী আল-‘আরাবী; ২৮তম সংখ্যা/১ম অংশ : ১৯৫৩খৃ.), পৃ. ১১২-১১৬।

(৬) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (৪৪হি.)-এর ছহীফা।[১৫২] ছুবহী আস-সামার্রাঈ (১৯৩৬-২০১৩খৃ.)-এর তথ্যমতে এর পাণ্ডুলিপি বর্তমানে তুরস্কের 'মাকতাবা শহীদ আলী পাশা'-এ সংরক্ষিত রয়েছে।[১৫৩]

(৭) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনছারী (৭৮হি)-এর ছহীফা।[১৫৪] এই ছহীফার হাদীছগুলোও মুসনাদে আহমাদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ছুবহী আস-সামার্রাঈ-এর তথ্যমতে এর পাণ্ডুলিপিও বর্তমানে তুরস্কের 'মাকতাবা শহীদ আলী পাশা'-এ সংরক্ষিত রয়েছে।[১৫৫]

(৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (৬৩/৬৫হি.)-এর ছহীফা, যা 'ছহীফা ছাদেকা' (الصحيفة الصادقة) নামে খ্যাত।[১৫৬] আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) হ'তে আমার চেয়ে অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আর কেউ ছিলেন না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত। তিনি হাদীছ লিখতেন আর আমি লিখতাম না'।[১৫৭] এটিই ছাহাবীদের সংকলিত ছহীফাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এর অধিকাংশই উল্লেখ করেছেন।[১৫৮]

(৯) আবূ সালামা নুবাইত্ব ইবনু শারীত্ব আল-আশজা'ঈ (রাঃ) সংকলিত ছহীফা। তাঁর মৃত্যুসন জানা যায় না। তবে প্রথম হিজরী শতাব্দীর প্রথমাংশে তিনি জীবিত ছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। দামিশকের মাকতাবা যাহিরিয়াতে এর ১৩ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। ড. ফুয়াদ সেযগীন বলেন, 'এই পাণ্ডুলিপিটি যদি সরাসরি নুবাইত্ব ইবনু শুরাইত্ব কর্তৃক সংকলিত হয়ে থাকে, তাহ'লে এটিই হবে হাদীছের

১৫২. আহমাদ, হা/১৯৫৩৭; সনদ ছহীহ লিগায়রিহি।
১৫৩. হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ আত-ত্বীবী, আল-খুলাছাহ ফী উছূলিল হাদীছ, তাহক্বীক্ব : ছুবহী আস-সামার্রাঈ (কায়রো : আ'লামুল কুতুব, ১৯৮৫খৃ.), পৃ. ১১।
১৫৪. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৩৫।
১৫৫. ত্বীবী, আল-খুলাছাহ ফী মা'রিফাতিল হাদীছ, পৃ. ১২।
১৫৬. ইবনু আব্দিল বার্র, জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১/৩০৫; খত্বীব বাগদাদী, তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৮৪-৮৫।
১৫৭. বুখারী, হা/১১৩।
১৫৮. আহমাদ, হা/৬৪৭৭-৭১০৩।

সর্বপ্রাচীন ছহীফা।'[১৫৯] এর একটি অংশ মুসনাদ আহমাদে সংকলিত হয়েছে।[১৬০]

এ সকল ছহীফার পরিচিতি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন ড. ফুয়াদ সেযগীন[১৬১] ও ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী।[১৬২] তবে এ সকল ছহীফা আনুষ্ঠানিক সংকলনের মধ্যে পড়ে না। কেননা তাঁরা মূলতঃ মুখস্থকরণের সহযোগী কিংবা ব্যক্তিগত আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে এগুলো ব্যবহার করেছিলেন। এর মধ্যে কতক রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং কতক তাঁর মৃত্যুর পর সংকলন করা হয়েছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে এগুলো প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ হাদীছ মুখস্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন। স্মর্তব্য যে, এ সকল ছহীফায় উদ্ধৃত হাদীছসমূহ অধিকাংশই পরবর্তীতে হাদীছের মূল সংকলন গ্রন্থসমূহ এবং সিয়ার ও মাগাযী (ইতিহাস ও যুদ্ধবৃত্তান্ত) গ্রন্থসমূহে সনদসহ স্থান পেয়েছে।

এ যুগে হাদীছ সংকলনের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

(ক) হাদীছ লেখনীর বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতির বিষয়টি নিয়ে ছাহাবীদের মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও কতিপয় ছাহাবী এবং তাবেঈর মধ্যে লেখনীর বিষয়ে অনাগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। আর এই অনাগ্রহের মূল কারণ ছিল লেখনীর প্রতি অধিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টির আশংকা করা এবং কুরআনের সাথে হাদীছের মিশ্রণ ঘটে যাওয়া। কেননা তখন পাথর কিংবা চামড়া ছিল লেখনীর মূল উপকরণ, যা সহজেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল।

(খ) প্রধানত হিফয বা মুখস্থকরণের মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষিত হ'ত। তবে লেখনীর প্রচলন পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(গ) ব্যক্তিগত সংরক্ষণের জন্য হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হ'ত। ওমর (রাঃ)-এর যুগে সরকারীভাবে হাদীছ সংকলনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল বটে,

---

১৫৯. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৫৫।
১৬০. আহমাদ, হা/১৮৭২১-১৮৭২৫।
১৬১. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৫৩-১৫৮।
১৬২. মুছত্বফা আল-আ'যামী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী, পৃ. ৯২-১৪২।

কিন্তু ওমর (রাঃ) এক মাস ইস্তিখারার পর এই পরিকল্পনা থেকে ফিরে আসেন। সম্ভবত কুরআন সংরক্ষণের বিষয়টিই খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল। অতঃপর ওছমান (রাঃ)-এর যুগে এটি সম্পন্ন হয়। এরপর আলী (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে তিনিও আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ সংকলনের কাজ শুরু করতে পারেননি।

(ঘ) এই যুগে ব্যাপকভাবে হাদীছ সংকলনের কোন প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি। কেননা ছাহাবীরা জীবিত ছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর হাদীছের চর্চা করতেন, মুখস্থ রাখতেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বাচ্ছন্দে পৌঁছে দিতেন।

(ঙ) এ সমস্ত সংকলনে কোন অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হ'ত না।

তাবেঈদের লিখিত সংকলনসমূহ :

কতিপয় তাবেঈর মধ্যেও হাদীছ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে অনীহা কাজ করেছিল। যেমন উবায়দাহ ইবনু আমর আস-সালমানী (৭২হি.), ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আত-তায়মী (৯২হি.), জাবির ইবনু যায়েদ (৯৩হি.), ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আন-নাখঈ (৯৬হি.), 'আমের আশ-শা'বী (১০০হি.)।[১৬৩] তারা কেবল মুখস্থ করাকে যথেষ্ট মনে করতেন এবং লেখনীকে মুখস্থকরণের অন্তরায় মনে করতেন। তারা ভাবতেন এতে মানুষের মধ্যে জ্ঞান সংরক্ষণে অবহেলার সৃষ্টি হবে এবং জ্ঞান হারিয়ে যাবে। এর বিপরীতে আরেকদল তাবেঈ ছিলেন যারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন। যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯৪হি.), সাঈদ ইবনু জুবায়ের (৯৫হি.), 'আমের আশ-শা'বী, যাহ্হাক ইবনু মুযাহিম (১০৫হি.), হাসান বছরী (১১০হি.), মুজাহিদ ইবনু জাব্র (১০৩হি.), রাজা ইবনু হায়াওয়াহ (১১২হি.), আতা ইবনু আবী রাবাহ (১১৪হি.), নাফে' মাওলা ইবনু ওমর (১১৭হি.), কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ আস-সাদূসী (১১৮হি.) প্রমুখ।[১৬৪]

---

১৬৩. তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৪৫-৪৮।

১৬৪. জামিঊ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, ১ম খণ্ড, ৩১১-৩১৬; তাক্বয়ীদুল ইলম, পৃ. ৯৯-১০৮।

এছাড়াও আরও যে সকল তাবেঈ হাদীছ সংকলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করা হ'ল[১৬৫] :

(১) মাকহুল ইবনু আবী মুসলিম আশ-শামী (১১২/১১৬হি.)। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক তাঁর সংকলিত ফিক্বহ বিষয়ক 'কিতাবুস সুনান' গ্রন্থ ছিল সর্বপ্রাচীন বিষয়ভিত্তিক হাদীছ সংকলন।[১৬৬]

(২) আবুয যুবায়ের মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু তাদরুস আল-আসাদী (১২৬হি.)। তিনি জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) সহ অন্য ছাহাবীদের থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[১৬৭]

(৩) আবূ আদী আয-যুবায়ের ইবনু আদী আল-হামদানী আল-কুফী (১৩১হি.)।

(৪) আবুল উশারা আদ-দারিমী, উসামা ইবনু মালিক।

(৫) যায়েদ ইবনু আবী উনাইসা আবী উসামা আর-রুহাভী (১২৫হি.)।

(৬) আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী (১৩১হি.)।

(৭) ইউনুস ইবনু উবায়েদ ইবনু দীনার আল-আবদী (১৩৯হি.)।

(৮) আবূ বুরদাহ বুরাইদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবী বুরদাহ।

(৯) হুমাইদ আত-ত্বভীল (১৪২হি.)।

(১০) হিশাম ইবনু উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (১৪৬হি.)।

(১১) ওবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর ইবনু হাফছ ইবনু ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (১৪৭হি.) প্রমুখ।

---

১৬৫. ড. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৫৮-১৬০; ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩০-২৩১)। এ সকল পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত না হ'লেও অধিকাংশই সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে দিমাশকের যাহিরিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

১৬৬. ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৭৯; তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/১৬৫।

১৬৭. ইয়া'কূব আল-ফাসাভী, আল-মা'রিফাতু ওয়াত তারীখ (বৈরূত : মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৮১খৃ.), ১/১৬৬, ২/১৪২, ৪৪৩; জামালুদ্দীন আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল (বৈরূত : মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৮০খৃ.), ২৬/৪১০; তাহযীবুত তাহযীব, ৯ম/৪৪২।

ছাহাবীদের যুগের তুলনায় তাবেঈদের যুগে লেখনীর হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধির ফলে এ যুগে বড় বড় শহরগুলোতে শিক্ষাগার গড়ে উঠতে শুরু করে। ফলে শিক্ষকগণের নিকট থেকে ছাত্ররা জ্ঞান লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন।[১৬৮] এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

(ক) হাদীছ বর্ণনার প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল, সনদও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ফলে বর্ণনারকারীদের নাম, উপনাম, বংশধারাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(খ) বেশীর ভাগ হাদীছের হাফেয ছাহাবী এবং প্রথম স্তরের তাবেঈদের মৃত্যু ঘটেছিল। ফলে অনেক হাদীছ হারিয়ে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়।

(গ) লেখনীর প্রচলন শুরু হওয়ায় এবং বহুমুখী জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের মুখস্থশক্তি দুর্বল হ'তে থাকে।

(ঘ) দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত তথা নব উদ্ভাবন, দুষ্টমতি মানুষের আবির্ভাব এবং মিথ্যা বলার প্রচলন শুরু হয়। ফলে সুন্নাহ রক্ষার স্বার্থে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়ে ওঠে।

এভাবে ছাহাবী এবং তাবেঈদের যুগে মূলতঃ হিফযের মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষিত হ'লেও স্বল্পাকারে লেখনীর চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে সেটাকে নিয়মতান্ত্রিক বা আনুষ্ঠানিক লেখনী বলা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, علم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين أحدهما إنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة 'জেনে রাখ যে, আল্লাহ আমাদের সকলকে অবগত করেছেন যে,

১৬৮. ড. মুহাম্মাদ ইবনু মাত্বার আয-যাহরানী, তাদভীনুস সুন্নাহ আন-নববিইয়াহ : নাশআতুহু ওয়া তাত্বাওউরুহু (মদীনা : দারুল খুযাইরী, ১৯৯৮খ্রি,), পৃ. ৯৫।

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ ছাহাবী এবং জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের যুগে গ্রন্থাবদ্ধ এবং সুবিন্যাস্ত আকারে সংরক্ষিত ছিল না। দু'টি কারণে এটি ঘটেছিল। প্রথমতঃ তারা প্রাথমিক যুগের মানুষ ছিলেন, যে সময় তাদেরকে কুরআনের সাথে মিশ্রণের আশংকায় হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তাদের ব্যাপক মুখস্থ দক্ষতা ও মস্তিস্কের সম্প্রসারতা এবং সেই সাথে লেখনীতে অপারদর্শিতা'।[১৬৯]

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে হাদীছ সংকলন :

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগে হাদীছের আনুষ্ঠানিক লেখনী শুরু হয়েছিল। আব্দুল আযীয ইবনু মারওয়ান মিসরের গভর্নর থাকাকালীন (৬৫হি.-৮৫হি.) হাদীছ সংকলনের আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলেন। তিনি হিমছের অধিবাসী কাছীর ইবনু মুর্রা আল-হাযরামীকে নির্দেশ দেন আবূ হুরায়রা (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য ছাহাবীদের নিকট থেকে যে সকল হাদীছ শুনেছেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য। কেননা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছ তৎপূর্বেই সংগৃহীত হয়েছিল। কাছীর ইবনু মুর্রা ৭০ জন বদরী ছাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।[১৭০] তবে এই প্রচেষ্টার ফলাফল কি হয়েছিল তা অজ্ঞাত রয়ে গেছে। অতঃপর তাঁর সন্তান ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (৬১-১০১হি.) খেলাফতে আসীন হয়ে মদীনায় তাঁর নিযুক্ত গভর্নর আবূ বকর ইবনু হাযম আনছারী (১২০হি.)-এর নিকট ফরমান পাঠান, انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاكْتُبْهُ ، فَإِنِّى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ 'তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুসন্ধান কর এবং তা লিপিবদ্ধ কর। কেননা আমি দ্বীনের জ্ঞান লোপ পাওয়া এবং আলেমদের বিদায়ের ভয় করছি'।[১৭১] তিনি তাকে আরও নির্দেশ দেন, আমরাহ বিনতু আব্দির রহমান (৯৮হি.) এবং কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (১২০হি.)-এর কাছে সংরক্ষিত হাদীছসমূহ লিপিবদ্ধ করতে।[১৭২] কেননা তারা ছিলেন আয়েশা (রাঃ)-এর

১৬৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (মুকাদ্দামা, হাদিয়ুস সারী), ১/৬।
১৭০. ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৭ম/৩১১; জামালুদ্দীন মিযযী, তাহযীবুল কামাল (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮০খৃ.), ২৪/১৬০।
১৭১. বুখারী, ১/৩১; দারেমী, হা/৫০৪-৫০৫।
১৭২. ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ২/২৯৫; ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত তা'দীল , ১/২১।

হাদীছ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। কেবল তা-ই নয়, তিনি অন্যান্য ইসলামী রাজ্যগুলোতেও একই ফরমান জারী করলেন।[১৭৩] তবে আবূবকর ইবনু হাযম তাঁর জমাকৃত হাদীছসমূহ প্রেরণের পূর্বেই ওমর ইবনু আব্দিল আযীযের মৃত্যু ঘটে।

অবশেষে ইবনু শিহাব যুহরী (১২৪হি.) সর্বপ্রথম সামগ্রিক আকারে এবং সফলভাবে হাদীছ সংকলন কর্ম শুরু করেন।[১৭৪] ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি মদীনার হাদীছসমূহ একত্রিত করে খলীফার কাছে প্রেরণ করেন। খলীফা এই সংকলনটির একটি করে কপি ইসলামী সাম্রাজ্যের সকল শহরে প্রেরণ করেন। এটিই ছিল হাদীছ সংকলনের সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক প্রয়াস।[১৭৫] এভাবেই হিজরী দ্বিতীয় শতকে শুরু থেকে হাদীছ সংকলন আন্দোলন শুরু হয় এবং বিদ্বানগণ এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। প্রধানত জাল হাদীছের উদ্ভব তাদেরকে সুন্নাহ সংরক্ষণ এবং তাতে দুষ্টমতি মানুষের অনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সরকারী এই নির্দেশের ফলে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শহরে যে সকল ওলামায়ে কেরাম নিজস্ব শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাদীছের শিক্ষাদান করতেন, তাঁরাই হাদীছ সংকলনে তথা লিখিতভাবে সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু নাদীম তাঁর বিখ্যাত 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থে হিজরী ২য় শতকে রচিত প্রায় অর্ধশতাধিক হাদীছগ্রন্থের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।[১৭৬] তাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিছের নাম নিম্নরূপ।[১৭৭]

---

১৭৩. আবূ নাঈম আছফাহানী, তারীখু আছফাহান (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ১৯৯০খৃ.), ১/৩৬৬।

১৭৪. ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯হি.) বলেন, أول من دون العلم ابن شهاب 'প্রথম হাদীছ সংকলন করেন ইবনু শিহাব'। দ্র. আবূ নাঈম আছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/৩৬৩।

১৭৫. ইবনু আব্দিল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলম, ১/৩২০, ৩৩১।

১৭৬. ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত , পৃ. ২৭৭-২৮৪।

১৭৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, ১/৯৩; আল-কাত্ত্বানী, আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৮-৯; এ সকল পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তিস্থান এবং বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করেছেন ড. ফুয়াদ সেযগীন। দ্র. ড. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী,

(১) মক্কায় আব্দুল মালিক ইবনু আব্দিল আযীয ইবনু জুরাইজ (১৫০হি.)[১৭৮], সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ[১৭৯] (১৯৮হি.) প্রমুখ।

(২) মদীনায় মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১হি.), মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী যি'ব (১৫৮হি.)[১৮০] এবং ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯হি.) প্রমুখ। ইমাম মালিক সংকলিত 'আল-মুওয়াত্ত্বা' ইলমে হাদীছে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হাদীছ সংকলন। সুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ[১৮১], ইমাম শাফেঈসহ[১৮২] অনেকেই একে প্রথম ছহীহ হাদীছের সংকলন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

(৩) ইয়ামানে মা'মার ইবনু রশীদ (১৫৩হি.)[১৮৩], আব্দুর রায্যাক ইবনু হাম্মাম (২১১হি.)[১৮৪] প্রমুখ।

১/১৬৬-১৮০; ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩২-২৩৪।

১৭৮. মক্কায় তিনিই সর্বপ্রথম বিষয়ভিত্তিক হাদীছ সংকলন করেছিলেন। দ্র. ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৬ষ্ঠ/৩৭; ইবনু নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৭৮। তবে হাফেয 'ইরাকী এবং ইবনু হাযার আসক্বালানী বলেন, এঁরা সকলেই ছিলেন একই যুগের। সুতরাং কে কার পূর্বে সংকলন করেছিলেন, তা নির্ণয় করা কঠিন। দ্র. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী, ১/৯৩। মুসনাদ আহমাদে তাঁর বর্ণিত ৬৫৫টি হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে।

১৭৯. আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৯; ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আমীন আল-বাবানী, হাদিয়াতুল আরিফীন আসমাঊল মুআল্লিফীন ওয়া আছারুল মুছান্নিফীন (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৫১খৃ.), ১/৩৮৭)। মুসনাদ আহমাদে তাঁর বর্ণিত ৭৯০টি হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে।

১৮০. তিনি এত বৃহৎ মুওয়াত্ত্বা সংকলন করেছিলেন যে, ইমাম মালিক বিন আনাসকে বলা হয়েছিল, 'আপনার এই মুওয়াত্ত্বার আর প্রয়োজন কী'? তিনি বলেছিলেন, ما كان لله بقي 'যা কিছু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হয়, সেটা থেকে যায়'। দ্র. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী, ১/৯৩। ইমাম আহমাদ তাঁর বর্ণিত ২৭৭টি হাদীছ তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন।

১৮১. كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس -আবূ যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃ. ২৪৮।

১৮২. ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك -দ্র. আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী, মানাক্বিবুশ শাফেঈ (কায়রো : মাকতাবাতু দারিত তুরাছ, ১৯৭৯খৃ.), পৃ. ১/৫০৭।

১৮৩. এটি মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাকের সাথে প্রকাশিত হয়েছে হাবীবুর রহমান আ'যামীর সম্পাদনায়। এতে মোট ১৬১৪টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্র. মা'মার ইবনু রাশিদ, জামি' মা'মার ইবনু রাশিদ (পাকিস্তান : আল-মাজলিসুল ইলমী, ২য় প্রকাশ : ১৪০৩হি.)।

১৮৪. তাঁর সংকলিত সুবৃহৎ 'আল-মুছান্নাফ' ১০ খণ্ডে হাবীবুর রহমান আ'যামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। দ্র. আব্দুর রায্যাক ইবনু হাম্মাম, আল-মুছান্নাফ, (বৈরূত : আল-

(৪) বছরায় সাঈদ ইবনু আবী আরূবাহ (১৫৬হি.)[১৮৫], আর-রাবী' ইবনু ছুবাইহ (১৬০হি.)[১৮৬], শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০হি.)[১৮৭], হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ইবনু দীনার (১৭৬হি.)[১৮৮] প্রমুখ।

(৫) কুফায় সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আছ-ছাওরী (১৬১ হি.), আবূ ইউসূফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম (১৮২হি.)[১৮৯], ওয়াকী' ইবনু জার্রাহ (১৯৭হি.)[১৯০], আবূ বকর ইবনু আবী শাইবাহ (২৩৫হি.)[১৯১] প্রমুখ।

(৬) শামে আব্দুর রহমান ইবনু আমর আল-আওযাঈ (১৫৬হি.)।[১৯২]

মাকতাব আল-ইসলামী, ১৪০৩হি.)। এতে মোট ১৯৪১৮টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। এর অধিকাংশ সনদ ছুলাছী তথা ৩ স্তর বিশিষ্ট, যা সংক্ষিপ্ততম সনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক যুগে এটিই ছিল প্রথম কোন দীর্ঘ কলেবরের হাদীছ সংকলন।

১৮৫. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-ঈলাল ওয়াল মা'রিফাহ (রিয়াদ : দারুল খানী, ১৪২২হি.), ২/৩৫৭। ইমাম আহমাদ তাঁর বর্ণিত ৪০০টি হাদীছ তাঁর মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন।

১৮৬. আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৮-৯; হাজী খলীফাহ, কাশফুয যুনূন আন আসামীল কুতুব ওয়াল ফুনূন (বাগদাদ : মাকতাবাতুল মুছান্না, ১৯৪১খৃ.), ১/৬৩৫।

১৮৭. আল-ঈলাল ওয়াল মা'রিফাহ, ৩/৭৭। ইমাম আহমাদ তাঁর বর্ণিত ২৬০১টি হাদীছ তাঁর মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন।

১৮৮. আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৮-৯।

১৮৯. তাঁর সংকলিত কিতাবের নাম 'নুসখাতু আবী ইউসুফ' বা 'কিতাবুল আছার', যা 'মুসনাদ আবী হানীফা' নামেও পরিচিত। দ্র. আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব ইবনু ইবরাহীম, নুসখাতু আবী ইউসুফ, তাহক্বীক : আবুল ওয়াফা, বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ২০০৯খৃ.)। এতে তিনি ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছেন। মোট হাদীছ সংখ্যা ১০৬৭টি।

১৯০. তিনি একটি 'মুছান্নাফ' সংকলন করেছিলেন। ইমাম আহমাদ ছিলেন তাঁর ছাত্র এবং ইমাম আহমাদ তাঁর কিতাবটি থেকে হাদীছ মুখস্থ করেছিলেন। দ্র. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১/১৮৬। ইমাম আহমাদ তাঁর বর্ণিত ১৭৯৮টি হাদীছ তাঁর মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন।

১৯১. তাঁর সংকলিত সুবৃহৎ 'আল-মুছান্নাফ' বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ খণ্ডে কামাল ইউসুফ আল-হূতের সম্পাদনায় প্রকাশিত (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯হি.), ১৫ খণ্ডে উসামা ইবনু ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদের সম্পাদনা ও তাহক্বীকে প্রকাশিত (কায়রো : আল-ফারূক আল-হাদীছিয়াহ, তাবি) এবং সম্প্রতি ২৬ খণ্ডে মুহাম্মাদ আওয়ামার সম্পাদনায় প্রকাশিত (জেদ্দা : দারুল কিবলাহ, ২০০৬ খৃ.) গ্রন্থগুলি উল্লেখেযোগ্য। এই গ্রন্থে প্রায় ৩৭৯৪৩টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। মূলত শরী'আতের আহকামগত বিষয়ে মারফূ' হাদীছ এবং সেই সাথে ছাহাবী ও তাবেঈদের ফৎওয়াসমূহ এবং ফক্বীহদের মতামতসমূহ বিস্তারিতভাবে এতে বর্ণিত হয়েছে।

১৯২. তাঁর একটি মুসনাদ ছিল। (দ্র. আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ১১১; হাজী খলীফাহ, কাশফুয যুনূন, ২/১৬৮২)।

(৭) মিসরে লায়ছ ইবনু সা'দ (১৭৫হি.)[১৯৩], আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব (১৯৭হি.)[১৯৪] প্রমুখ।

(৮) খোরাসানে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক আল-মারওয়াযী (১৮১হি.)[১৯৫], সাঈদ ইবনু মানছূর আল-মারওয়াযী (২২৭হি.)[১৯৬] প্রমুখ।

(৯) ওয়াসিত্বে হুশাইম ইবনু বুশাইর (১৮৮হি.)।[১৯৭]

(১০)রাইয়ে জারীর ইবনু আব্দিল হামীদ আয-যাব্বী (১৮৮হি.)।[১৯৮]

এ যুগে হাদীছ গ্রন্থাবদ্ধকরণের পদ্ধতি ছিল–

(ক) তাঁরা হাদীছের বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় সাজাতেন এবং হাদীছের সাথে ছাহাবীদের বক্তব্য এবং তাবেঈদের ফৎওয়াসমূহ সংযুক্ত করতেন।

(খ) প্রথম যুগে অনানুষ্ঠানিকভাবে লিখিত ছাহাবী ও তাবেঈদের 'ছহীফা', ছোট ছোট সংকলনসমূহ বা 'জুয' ছিল এবং মৌখিক বর্ণনা ছিল এ সকল

---

১৯৩. ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩২। তাঁর বর্ণিত ৫৭২টি হাদীছ ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন।

১৯৪. তাঁর একটি মুসনাদ ছিল। যার একটি অংশ (الثامن من بقية المسند) যাহিরিয়া লাইব্রেরীতে রয়েছে। (দ্র. নাছিরুদ্দীন আল-আল-আলবানী, ফিহরাসু মাখতূতাতি দারিল কুতুব আয-যাহিরিয়াহ (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০১খৃ.), পৃ. ৪৭৯-৪৮০; ওমর রিযা কুহালাহ, মু'জামুল মুআল্লিফীন (বৈরূত : মাকতাবাতুল মুছান্না, ১৯৫৭খৃ.), ৬/১৬২। এছাড়া তাঁর একটি অধ্যায়ভিত্তিক হাদীছ 'জামি' ইবনু ওয়াহাব' নামে ড. মুছত্বফা হাসান হুসাইনের সম্পাদনায় ১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৫খৃ.)। এতে ৭১৭টি হাদীছ রয়েছে।

১৯৫. তাঁর সংকলিত 'কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাক্বাইক' ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে হাবীবুর রহমান আল-আ'যামীর সম্পাদনায় (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৯হি.)। অপর একটি সংকলন 'মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনুল মুবারাক' নামে প্রকাশিত হয়েছে ছুবহী আস-সামার্রাঈ'র সম্পাদনায় (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৭হি.)। এতে ২৭২টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৯৬. তাঁর সংকলিত সুনানটি ২ খণ্ডে হাবীবুর রহমান আ'যামী'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (হিন্দ : আদ-দারুস সালাফিয়াহ, ১৯৮২খৃ.)। এতে মোট ২৯৭৮টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এটি অসম্পূর্ণ। এর বাকি অংশগুলো এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

১৯৭. তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর সংকলন থেকে ছাত্রদেরকে হাদীছ মুখস্ত করাতেন এবং লেখাতেন। তাঁর নিকট ২০ হাযার হাদীছ সংরক্ষিত ছিল। দ্র. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-ঈলাল ওয়াল মা'রিফাহ, ২/২৫০; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/২৮৯, ১১/১৮৪)। ইমাম আহমাদ তাঁর বর্ণিত ৩৩৫টি হাদীছ তাঁর মুসনাদে উদ্ধৃত করেছেন।

১৯৮. ইবনু হাযার আসক্বালানী তাঁর এই মুসনাদের কথা উল্লেখ করেছেন (ইবনু হাযার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামযীযিছ ছাহাবা (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১৫হি.), ৩/৩২০।

গ্রন্থের প্রধান উৎস। এছাড়া ছাহাবীদের মন্তব্য এবং তাবেঈদের ফৎওয়াও ছিল অন্যতম উৎস।[১৯৯]

(গ) এ সকল সংকলনকে তাঁরা 'মুছান্নাফ', 'সুনান', 'মুওয়াত্ত্বা', 'জামি'' প্রভৃতি নামে নামকরণ করা শুরু করেন। এছাড়া একক বিষয়ভিত্তিক যেমন- 'জিহাদ', 'যুহদ', 'মাগাযী ওয়াস সিয়ার' প্রভৃতি বিষয়েও পৃথক হাদীছগ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে।

হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীছ সংকলন :

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে হিজরী তৃতীয় শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ। এই শতাব্দীতে হাদীছের সংকলনসমূহে ছাহাবী এবং তাবেঈদের উদ্ধৃতিসমূহ সচরাচর স্থান পায় নি। সংকলকগণ সাধারণভাবে প্রত্যেক ছাহাবীর হাদীছসমূহ আলাদাভাবে জমা করতে শুরু করেন, যদিও বিষয়বস্তু হ'ত ভিন্ন। এইরূপ সংকলনকে বলা হ'ত মুসনাদ। নিম্নে মুসনাদ সংকলকদের নাম উল্লেখ করা হ'ল[২০০] :

(১) আব্দুল মালিক ইবনু আব্দির রহমান আয-যিমারী (২০০হি.)।[২০১]

(২) আবূ দাঊদ আত-ত্বায়ালিসী (২০৪হি.)।[২০২]

(৩) মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরয়াবী (২১২হি.)।[২০৩]

(৪) আসাদ ইবনু মূসা আল-'উমাভী (২১২হি.)।[২০৪]

(৫) উবায়দুল্লাহ ইবনু মূসা আল-'আবসী আল-কুফী (২১৩হি.)।[২০৫]

---

১৯৯. আবূ যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃ. ২৪৪।

২০০. বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩৪-২৩৮।

২০১. ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী উল্লেখ করেছেন। দ্র. বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩৪। তবে আমি এর কোন সূত্র পাইনি-লেখক।

২০২. মুসনাদ ধারার সংকলনে তিনি একজন প্রবর্তক দ্র. আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৬২। তাঁর সংকলনটি ভারতের হায়দারাবাদ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ হিজরীতে। পরবর্তীতে ৪ খণ্ডে ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দিল মুহসিন আত-তুর্কী'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (মিসর : দারু হিজর, ১৯৯৯ খৃ.)। এতে ২৮৯০টি হাদীছ রয়েছে।

২০৩. আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৬৭।

২০৪. তদেব, পৃ. ৬১।

২০৫. ইমাম হাকেম তাঁকে ছাহাবীদের নামভিত্তিক ধারাক্রম বা মুসনাদ সংকলনের প্রবর্তক হিসাবে আবূ দাউদ ত্বায়ালিসীর সাথে উল্লেখ করেছেন (আল-কাত্ত্বানী, আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৬২)।

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর আল-হুমাইদী (২১৯হি.)।[২০৬]

(৭) আহমাদ ইবনু মানী‘ আল-বাগাভী (২২৪হি.)।[২০৭]

(৮) নুআ‘ইম ইবনু হাম্মাদ আল-খুযাঈ (২২৮হি.)।[২০৮]

(৯) মুসাদ্দাদ ইবনু মুসারহাদ আল-বাছরী (২২৮হি.)।[২০৯]

(১০) আবুল হাসান আলী ইবনুল জা‘দ আল-জাওহারী (২৩০হি.)।[২১০]

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-জু‘ফী আল-মুসনাদী (২২৯হি.)।[২১১]

(১২) ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩হি.)।[২১২]

(১৩) আবূ খায়ছামাহ যুহায়ের ইবনু হারব (২৩৪হি.)।[২১৩]

(১৪) আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম যিনি ইবনু আবী শাইবাহ নামে সুপরিচিত (২৩৫হি.)।[২১৪]

---

২০৬. ২ খণ্ডে হুসাইন সালীম আসাদের সম্পাদনা ও তাহক্বীকে প্রকাশিত হয়েছে (দামিশক : দারুস সাকা, ১৯৯৬খৃ.)। এতে ১৩৩৭টি হাদীছ রয়েছে।

২০৭. স্বতন্ত্রভাবে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পারিনি। তবে ইবনু হাযার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর ‘আল-মাত্বালিব আল-‘আলিয়াহ’ এবং হাফিয আহমাদ ইবনু আবী বাকর আল-বুছীরী তাঁর ‘ইতহাফুল খিয়ারাহ আল-মাহারাহ’-এ এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২০৮. প্রকাশিত হয়নি। তবে তাঁর সংকলিত ‘কিতাবুল ফিতান’ ২ খণ্ডে সামীর আমীন আয-যুহাইরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (কায়রো : মাকতাবাতুত তাওহীদ, ১৪১২হি.)। এতে ২০০১টি হাদীছ রয়েছে।

২০৯. প্রকাশিত হয়নি। তবে ইবনু হাযার আসক্বালানী তাঁর ‘আল-মাত্বালিব আল-‘আলিয়াহ’ এবং হাফিয আহমাদ ইবনু আবী বাকর আল-বুছীরী তাঁর ‘ইতহাফুল খিয়ারাহ আল-মাহারাহ’-এ এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২১০. ১ খণ্ডে ড. আব্দুল মাহদী ইবনু আব্দিল কাদিরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৪০৫হি.)। এতে ৩৫৮৯টি হাদীছ রয়েছে। তবে এর মধ্যে মারফূ‘ হাদীছের সংখ্যা কম। ছাহাবী ও তাবেঈদের ফৎওয়া এবং হাদীছের রাবীদের জীবনী ব্যাপকহারে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২১১. তিনি সনদযুক্ত হাদীছের অনুসন্ধান করতেন। ফলে ‘আল-মুসনাদী’ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ইমাম বুখারীর শিক্ষক ছিলেন এবং ট্রান্স অক্সিয়ানায় তিনিই প্রথম মুসনাদ সংকলন করেন। হাকিম বলেন, তিনি তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিছ ছিলেন। দ্র. ইবনু হাযার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৬/৯-১০; আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৬৩।

২১২. এটি আংশিক প্রকাশিত হয়েছে ‘আল-জুযউছ ছানী মিন হাদীছ ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন’ শিরোনামে। খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহ আস-সীতের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই সংকলনে ২০৬টি হাদীছ রয়েছে (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৮খৃ.)।

২১৩. ইবনু নাদীম এবং কাত্তানী উল্লেখ করেছেন (আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৮১; আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৬৩)।

(১৫)ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (২৩৮হি.)।[২১৫]

(১৬)আহমাদ ইবনু হাম্বল (২৪০হি.)।[২১৬]

(১৭) খলীফা ইবনু খাইয়াত্ব (২৪০হি.)।[২১৭]

(১৮) ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম ইবনু নাছর আস-সা'দী (২৪২হি.)।[২১৮]

(১৯) আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনু আলী আল-হালওয়ানী (২৪২হি.)।[২১৯]

(২০) আবদ ইবনু হুমাইদ (২৩৯হি.)।[২২০]

(২১) ইসহাক ইবনু মানছূর (২৫১হি.)।[২২১]

(২২) মুহাম্মাদ ইবনু হিশাম আস-সাদূসী (২৫১হি.)।[২২২]

---

২১৪. ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারুল ওয়াত্বান, ১৯৯৭ খৃ.)। এতে ৯৯৮টি হাদীছ রয়েছে।

২১৫. ড. আব্দুল গফূর আল-বালূশীর সম্পাদনায় ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (মদীনা : মাকতাবাতুল ওয়াত্বান, ১৯৯১ খৃ.)। এতে ২৪২৫টি হাদীছ রয়েছে। তবে এটি কেবল মূল পাণ্ডুলিপির ৪র্থ খণ্ড মাত্র। এর বাকী অংশগুলো পাওয়া যায়নি।

২১৬. এটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মুসনাদ গ্রন্থ। বহুবার এটি বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কায়রোর মাতবা'আহ মায়মূনাহ থেকে ১৩০৭ হিজরীতে এটি প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে নাছিরুদ্দীন আলবানী এর সুবিন্যস্ত সূচি প্রস্তুত করেন এবং ১৩৮৫ হিজরীতে এই সূচিটি মূল গ্রন্থে সংযোজন করে প্রকাশ করে বৈরূতের আল-মাকতাবুল ইসলামী। অব্যবহিতকাল পর মুহাক্কিক আহমাদ শাকির এর এক-তৃতীয়াংশের তাহক্বীক্ব সম্পন্ন করেন এবং বাকী অংশটি পূর্ণ করেন আল-হুসাইনী আব্দুল মাজীদ হাশিম। কায়রোর দারুল মা'আরিফ থেকে এটি প্রকাশিত হয় ১৩৯৪ হিজরীতে। সর্বশেষ শু'আইব আল-আরনাউত্ব ও তাঁর সহযোগীদের তত্ত্বাবধানে এটির সুবিস্তৃত তাহক্বীক সম্পন্ন হয়। ১৪২০ হিজরীতে বৈরূতের মুআস্সাতুর রিসালাহ এটি প্রকাশ করে। ৪৫টি খণ্ডে প্রকাশিত এই সংকলনে মোট হাদীছের সংখ্যা ২৭৬৪৬টি।

২১৭. ড. আকরাম যিয়া ঊমরীর সম্পাদনা ও তাহক্বীকে ১ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : মু'আস্সাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খৃ.)। এতে ১০১টি হাদীছ রয়েছে।

২১৮. আর-রিসালাতুলমু সতাত্বরিফাহ, পৃ. ৭১।

২১৯. হাজী খলীফাহ, কাশফুয যুনূন, ২/১৬৮২।

২২০. এটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। তবে এর নির্বাচিত অংশ 'আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদ আবদ ইবনু হুমায়েদ' শিরোনামে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ছুবহী সামার্রাঈ'র সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮খৃ.)। অতঃপর মুছত্বফা আদাভী'র সম্পাদনা ও তাহক্বীকে প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারু বালানসিয়াহ, ২০০২ খৃ.)। এতে ১৫৯৪টি হাদীছ রয়েছে। ইবনু হাযার আসক্বালানী তাঁর প্রসিদ্ধ 'আল-মাতালিব আল-আলিয়াহ ফী যাওয়ায়েদ আল-মাসানীদ আছ-ছামানিয়াহ' গ্রন্থে এর যাওয়ায়েদ হাদীছসমূহ (কুতুবু সিত্তাহ-এর বাইরে যে সকল হাদীছ এতে বর্ণিত হয়েছে) অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২২১. আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৬৮।

২২২. তদেব, পৃ. ৭০।

(২৩) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আদ-দারিমী আস-সামারকান্দী (২৫৫হি.)।[২২৩]

(২৪) আহমাদ ইবনু সিনান আল-ক্বাত্তান আল-ওয়াসিত্বী (২৫৯হি.)।[২২৪]

(২৫) আহমাদ ইবনু মাহদী আল-আছফাহানী (২৭২হি.)।[২২৫]

(২৬) বাক্বী ইবনু মাখলাদ আল-আন্দালুসী (২৮৬হি.)।[২২৬]

---

২২৩. এটি ২০১৫ সালে ড. মারযূক্ব ইবনু হাইয়াস আয-যাহরানীর সম্পাদনা ও তাহক্বীকে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখনও ছাপার হরফে মুদ্রিত হয়নি (দ্র. আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ)। এতে ৩৭৩৮টি হাদীছ রয়েছে।

২২৪. আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৬৭।

২২৫. তদেব, পৃ. ৬৮।

২২৬. বাক্বী ইবনু মাখলাদ (২০১-২৭৬হি.) ছিলেন স্পেনে হাদীছ শাস্ত্রের বিকাশে প্রধান উদ্গাতা। তাঁর পূর্বে স্পেনে মূলত ইমাম মালিক-এর 'আল-মুওয়াত্ত্বা' গ্রন্থটি পঠিত হ'ত এবং জনসাধারণ ইমাম মালিকের অনুসারী ছিল। ফলে তিনি যখন কর্ডোভায় হাদীছের শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং হাদীছ দ্বারা ফৎওয়া দেয়া শুরু করলেন (وكان بقي يفتي بالأثر), তখন স্থানীয় 'আহলুর রায়' বিদ্বানগণ তাঁর বিরোধিতা করলেন এবং তাঁকে বিদ'আতী ও যিন্দীক বলে আখ্যায়িত করলেন। তারা ছাত্রদেরকে তাঁর দরসে বসা থেকে বাঁধা দিলেন এবং শাসকদের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন। কিন্তু স্পেনের ৫ম উমাইয়া শাসক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান (২০১-২৭৩হি.)-এর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি পুনরায় হাদীছের পাঠদান শুরু করেন এবং আন্দালুসে হাদীছের চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দ্র. মুহাম্মাদ ইবনু ফাতূহ আল-হামীদী (৪২৫-৪৮৮হি.), জাযওয়াতুল মুক্বতাবিস ফী যিকরি উলাতিল আনদালুস (কায়রো : আদ-দারুল মিছরিয়াহ, ১৯৬৬খৃ.), পৃ. ১১; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/২৯০-২৯১; Dr. Muhammad Ruhul Amin, Tafsir : Its Growth and Development in Muslim Spain (Dhaka : University Grants Commission, 2006), p. 116-117)। ইবনুল ফারাযী আল-কুরতুবী (৩৫১-৪০৩হি.) বলেন, فمن يومئذ انتشر الحديث بالأندلس 'সেদিন থেকেই স্পেনে হাদীছের প্রকৃত বিকাশ শুরু হ'ল' -ইবনুল ফারাযী, তারীখু উলামাইল আন্দালুস (কায়রো : মাকতাবাতুল খাঞ্জী, ২য় প্রকাশ : ১৯৮৮ খৃ.), ১/১০৮।

তাঁর হাদীছ সংকলনের নাম ছিল 'মুসনাদুন নাবী'। এতে মোট ৩০৯৬৯টি হাদীছ ছিল এবং ১৩০০-এর বেশী ছাহাবীর বর্ণনা ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ সংকলনটি সম্পর্কে ইবনু হাযম (৪৫৬হি.) ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে, এটি পরিধি ও সৌকর্যে এক অনন্য মুসনাদগ্রন্থ, যার তুলনা আমার জানা নেই। এটি একাধারে মুসনাদ ও মুছান্নাফ ছিল। কেননা এতে প্রত্যেক ছাহাবীর হাদীছ ফিক্বহী ধারাক্রমে সাজানো হয়েছিল। এই ধারার মুসনাদ সংকলন ছিল এটিই প্রথম। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের বৈশিষ্ট্যধারী ছিলেন এবং হাদীছ সংকলনে ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং নাসাঈ'র সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। দ্র. ইবনুল ফারাযী, তারীখু উলামাইল আন্দালুস, ১/১০৯; মুহাম্মাদ ইবনু ফাতূহ আল-হামীদী, জাযওয়াতুল মুক্বতাবিস ফী যিকরি উলাতিল আনদালুস, পৃ. ১৭৭; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৫খৃ.), ১০ম/৩৫৭; ইবনু

(২৭) আল-হারিছ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তামীমী আল-বাগদাদী (২৮২হি.)।[২২৭]

(২৮) আবূ বকর আহমাদ ইবনু আমর আল-বায্যার আল-বাছরী (২৯২হি.)।[২২৮]

(২৯) ইবরাহীম ইবনু মা'ক্বাল আন-নাসাফী (২৯৫হি.)।[২২৯]

(৩০) আবুল আব্বাস আল-হাসান ইবনু সুফিয়ান আন-নাসাভী/আন-নাসাঈ (৩০৩হি.)।[২৩০]

হাজার আসক্বালানী, আন-নুকাত, ১/৭৩, ৪৪৭; আর-রিসালাতুল-মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৭৪-৭৫; ড. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছিল-আরাবী, ১/২৯৬-২৯৭)।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এই মুসনাদটি বর্তমানে হারিয়ে গেছে। দ্র. কার্ল ব্রুকলম্যান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, আরবী অনুবাদ : আব্দুল হালীম আন-নাজ্জার (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, তাবি), ৩/২০১; তাওফীক ওমর আস-সাইয়েদী, লাক্বতুল আনাক্বীদ ফী বায়ানিল মাসানিদ (বাকাতুল গারবিয়াহ (ফিলিস্তীন) : আকাদেমিয়াতুল কাসেমী, ২০১৩খৃ.), পৃ. ৭৩-৭৪)। কেবল এর নির্ঘন্টটি পাওয়া যায়, যা ড. আকরাম যিয়া উমরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। দ্র. ড. আকরাম যিয়া উমরী, বাকী ইবনু মাখলাদ ওয়া মুক্বাদ্দামাতু মুসনাদিহী (বৈরূত : ১৯৮৪খৃ.)।

আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১৯৩৪খৃ.) তাঁর 'তুহফাতুল আহওয়াযী'তে উল্লেখ করেছিলেন যে, এটি জার্মানীর একটি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু সমকালীন বিশিষ্ট মুহাক্কিক মাশহূর হাসান ফিলিস্তীনী (জন্ম : ১৯৬০খৃ.) তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই মুসনাদটি জার্মান রাজাদের প্রাসাদে রক্ষিত ছিল। পরে এটি উত্তর জার্মানীর লিপজিগ শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি যতদূর জানতে পেরেছি, এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে অন্যান্য অনেক পাণ্ডুলিপির সাথে বার্লিনের রাষ্ট্রীয় হেফাযতখানায় সিন্দুকবন্দী রয়েছে। তবে কেউ এটি স্বচক্ষে না দেখার কারণে এর অবস্থান এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এছাড়া হাদীছের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ইউরোপীয় লাইব্রেরীসমূহে রয়েছে। এমনকি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হাদীছগ্রন্থের চেয়ে এরূপ অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বেশী হবে। দ্র. https://www.youtube.com/watch?v=O5DsmQnmbUQ,16.01.2018L,,.।

২২৭. এটি একটি বৃহত্তম মুসনাদ, যাতে প্রায় ৫০ হাযার হাদীছ রয়েছে। দ্র. আর-রিসালাতুল-মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৬৬)। ইমাম আবূ বকর আল-হায়ছামী (৭৩৫-৮০৭খৃ.) এর অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস করেন এবং এতে কুতুব সিত্তাহতে যে সকল হাদীছ সংকলিত হয়নি কেবল তার একটি সংকলন তৈরী করেন। যা ড. হুসাইন আল-বাকিরী'র সম্পাদনা ও তাহক্বীকে 'বুগয়াতুল বাহিছ আন যাওয়াইদ মুসনাদিল হারিছ' যা 'মুসনাদ আল-হারিছ' নামে প্রকাশিত হয়েছে (মদীনা : মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাহ আন-নাবাভিয়াহ, ১৯৯২খৃ.)। এতে ১১৩৬টি হাদীছ রয়েছে।

২২৮. ১৮টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (মদীনা : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৯৮৮-২০০৯খৃ.)। সম্পাদনা ও তাহক্বীক করেছেন মাহফূযুর রহমান, আদিল বিন সা'দ এবং ছাবরী আব্দুল খালিক। এতে প্রায় সাড়ে ১০ হাযার হাদীছ রয়েছে।

২২৯. আর-রিসালাতুল-মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৭০।

(৩১) আবূ ইয়া'লা আহমাদ ইবনু আলী আল-মূছিলী (৩০৭হি.)।[২৩১]

(৩২) আবূ বকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হারূন আর-রূয়ানী আ-ত্বাবারিস্তানী (৩০৭হি.)।[২৩২]

(৩৩) আবূ হাফছ ওমর আল-হামদানী আস-সামারকান্দী (৩১১হি.)।[২৩৩]

(৩৪) আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সার্রাজ আন-নায়সাপুরী (৩১৩হি.)।[২৩৪]

(৩৫) আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী (৩২৭হি.)।[২৩৫]

(৩৬) আল-হায়ছাম ইবনু কুলাইব আশ-শাশী (৩৩৫হি.)।[২৩৬]

এ সকল মুসনাদ সংকলনের মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কিছু অপ্রকাশিত অবস্থায় পাণ্ডুলিপি আকারে রয়ে গেছে। কিছু অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। এখনও ইস্তাম্বুল, মরক্কো, সিরিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের

---

২৩০. তাঁর তিনটি মুসনাদ ছিল। দ্র. আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৭১; ড. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/৩৩২।

২৩১. হুসাইন সালীম আসাদের তাহক্বীক ও তাখরীজে ১৩টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুল মামূন, ১৪০৯হি.)। এতে মোট হাদীছ রয়েছে ৭৫৫৫টি। এই গুরুত্বপূর্ণ মুসনাদটি বিদ্বানদের নিকট যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ইমাম আবূ বকর আল-হায়ছামী এতে আল-কুতুব আস-সিত্তাহ-এর বাইরে যে সকল হাদীছ রয়েছে তার একটি সংকলন তৈরী করেন এবং নামকরণ করেন 'আল-মাকছাদুল আ'লা ফী যাওয়াইদ আবী ইয়া'লা'। যা পরবর্তীতে তাঁর বিখ্যাত 'মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইবনু হাযার আসক্বালানীও এটি তাঁর প্রসিদ্ধ 'আল-মাতালিব আল-আলিয়াহ ফী যাওয়ায়েদ আল-মাসানীদ আছ-ছামানিয়াহ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২৩২. আর-রিসালাতুল মুসতাত্বরিফাহ, পৃ. ৭১; হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন, ২/১৬৮৩; ওমর রিযা কুহালাহ, মু'জামুল মুআল্লিফীন, ১২/৮৫, নাছিরুদ্দীন আলবানী, ফিহরাসু মাখতূতাতি দারিল কুতুব আয-যাহিরিয়াহ, পৃ. ৩৯৩। এটি আয়মান আলী আবূ ইয়ামানীর সম্পাদনায় এই মুসনাদ থেকে প্রাপ্ত একটি অংশ ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (কায়রো : মুআস্সাসাতু কুরতুবাহ, ১৪১৬হি.)। এতে হাদীছ রয়েছে ১৫৪৫টি।

২৩৩. ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৩৭।

২৩৪. এটি ১ খণ্ডে ইরশাদুল হক্ব আছারীর তাহক্বীক ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (ফয়ছালাবাদ : ইদারাতুল উলূম আল-আছারিয়াহ, ২০০২ খৃ.)। এতে মোট হাদীছ রয়েছে ১৫৭৬টি।

২৩৫. তাজুদ্দীন আস-সুবকী, ত্বাবাক্বাতুশ শাফিঈয়াহ আল-কুবরা (মিছর : দারু হিজর, ১৪১৩হি.), ৩/৩২৫।

২৩৬. এটি ৩ খণ্ডে ড. মাহফূযুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (মদীনা : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৯৯৪ খৃ.)। এতে হাদীছ রয়েছে মোট ১৫৩৩টি।

প্রাচীন লাইব্রেরীতে শত-সহস্র আরবী পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে। হয়তবা অনুসন্ধান করলে এখনও মিলতে পারে।[২৩৭]

যাই হোক মুসনাদ সংকলনসমূহে ছহীহ হাদীছের সাথে সাথে বহু যঈফ এবং জাল হাদীছও মিশ্রিত ছিল। কেননা মুসনাদ সংকলকগণ প্রাথমিকভাবে হাদীছের ভাণ্ডার এবং সনদসমূহ সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। যাতে একত্রিত করার পর পরবর্তী কালে সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হয়। ফলে হাদীছ শাস্ত্রে সুদক্ষ আলিমগণ ব্যতীত এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন ছিল। তাছাড়া কোন বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের বিধান জানতে চাইলে এসব গ্রন্থে নির্দিষ্ট হাদীছসমূহ একক স্থানে পাওয়া যেত না। ফলে এই সমস্যা নিরসনের জন্য ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬হি.) তাঁর শিক্ষকের পরামর্শে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ পরিশ্রমের পর তিনি কেবল ছহীহ হাদীছগুলোকে একত্রিত করেন এবং শারঈ বিধি-বিধানগুলো সহজে জানার জন্য হাদীছগুলো বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় এবং পরিচ্ছদে বিন্যস্ত করেন। তিনি এর নামকরণ করেন 'আল জামে'উছ-ছহীহ'। অতঃপর তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি.)। এভাবে হাদীছশাস্ত্রের সবচেয়ে বিশুদ্ধ সংকলনদ্বয় জনসম্মুখে আসে। এর ফলে সাধারণ আলিম এবং ফক্বীহদের জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান জানা সহজসাধ্য হয়ে যায়।

হাদীছের সংকলনসমূহের মধ্যে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম-এর সংকলিত এই 'ছহীহ'দ্বয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং বিশুদ্ধ। এই সংকলনকর্মে তাঁরা মূলত নির্ভর করেছিলেন পূর্ববর্তী মুসনাদ গ্রন্থসমূহের উপর। অতঃপর হাদীছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছহীফা সমূহের উপর, যেগুলো সনদসহ সংকলন করেছিলেন হাদীছ সংগ্রাহকগণ তাঁদের পূর্ববর্তী সংগ্রাহক ইমামগণের নিকট থেকে; কখনও শ্রবণসূত্রে, কখনও বা লেখনীর সূত্রে। সেই সাথে আরও সংগ্রহ করেছেন তৎকালীন যুগে প্রচলিত ধারাবাহিক মৌখিক

২৩৭. তাওফীক ওমর আস-সাইয়েদী তাঁর 'লাক্বতুল আনাক্বীদ ফী বায়ানিল মাসানীদ' গ্রন্থে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত মোট ৩৯৮টি মুসনাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

বর্ণনাসূত্র থেকেও। এভাবে হারিয়ে যাওয়া মুসনাদ গ্রন্থসমূহের অনেক হাদীছও তাঁরা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন।

ইমাম বুখারী এবং মুসলিমের অনুসরণে তাঁদের সমসাময়িক এবং পরবর্তী বিদ্বানগণও ফিক্বহী ধারাবাহিকতায় তথা বিষয়ভিত্তিকভাবে হাদীছ সংকলনে প্রবৃত্ত হন। যেমন :

(১) সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানী (২৭৫হি.)।

(২) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ (২৭৩হি.)।

(৩) মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী (২৭৯হি.)।

(৪) আহমাদ ইবনু শু'আইব ইবনু আলী আন-নাসাঈ (৩০৩হি.)।

পরবর্তী অনুচ্ছেদে 'কুতুবে সিত্তাহ' খ্যাত উপরোক্ত ছয়টি গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ আসবে। মূলত এই ছয়টি সংকলনকে কেন্দ্র করেই মুসলিম বিদ্বানগণ হিজরী তৃতীয় শতককে সুন্নাহ সংকলনের স্বর্ণযুগ হিসাবে অভিহিত করেন। এ যুগে হাদীছ সংকলনের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

ক. হাদীছের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি সংকলন 'ছহীহাইন' এবং 'সুনান আরবা'আহ' এই যুগে সংকলিত হয়।

খ. রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের সাথে ছাহাবী এবং তাবেঈদের মন্তব্যসমূহ উদ্ধৃতকরণ পরিত্যাগ করা হয়।

গ. হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি উল্লেখ করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

ঘ. হাদীছ সংগ্রাহক ওলামায়ে কেরাম হাদীছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ শুরু করেন।

ঙ. তাঁরা একই সাথে হাদীছ মুখস্থকরণ এবং সংকলনের উপর সমানভাবে নির্ভর করতেন।

চ. জ্ঞানের চর্চা তুঙ্গে ওঠে। বিভিন্ন শহরে শক্তিশালী ইলমী কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ফলে হাদীছ শাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং হাদীছ সমালোচক বিদ্বানগণের জন্ম হয়।

ছ. হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ব্যবস্থা আরও শাণিত করার উদ্দেশ্যে রিজাল শাস্ত্র তথা বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় শাস্ত্র প্রবর্তন করা হয়।[২৩৮]

হিজরী ৩য় শতক পরবর্তী হাদীছ সংকলনসমূহ :

হিজরী ৩য় শতকের পরও যথারীতি হাদীছ সংকলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তবে পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ মূলতঃ বুখারী, মুসলিম এবং চারটি সুনান গ্রন্থের সংক্ষেপায়ন, সমন্বয়করণ এবং পুনঃসজ্জায়নে প্রবৃত্ত হন। এ সময় মৌখিকভাবে হাদীছ বর্ণনাধারা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং লিখিত গ্রন্থসমূহের ওপর সার্বিক নির্ভরতা চলে আসে। এজন্য ইমাম যাহাবী (৭৪৮হি.) হিজরী তৃতীয় শতককে পূর্ববর্তী (মুতাক্বাদ্দিমীন) এবং পরবর্তী (মুতাআখখিরীন) মুহাদ্দিছদের মাঝে পার্থক্যরেখা গণ্য করেছেন।[২৩৯] এ সকল মুহাদ্দিছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাদীছ সংকলন ও সজ্জায়ন করেছেন। যথা-

(ক) একদল মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অনুসরণে কেবল ছহীহ হাদীছগুলো একত্রিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। যেমন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব ইবনু খুযায়মা আন-নায়সাপুরী (৩১১হি.)[২৪০], আবূ আলী সাঈদ ইবনু ওছমান ইবনুস সাকান (৩৫৩হি.)[২৪১], আবূ হাতিম ইবনু হিব্বান আল-বুস্তী (৩৫৪হি.)[২৪২] প্রমুখ। নিঃসন্দেহে এই সংকলনগুলি

---

২৩৮. দ্র. মুহাম্মাদ আবূ যাহূ, আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন, পৃ. ৩৬৪-৩৬৭।

২৩৯. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৬৩ খৃ.), ১/৪।

২৪০. এতে ৩০২৯টি হাদীছ রয়েছে। তবে এই গ্রন্থের বৃহত্তর অংশের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭ খৃ.)-এর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে (ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ : ২০০৩খৃ.)। এতে বেশ কিছু যঈফ হাদীছ রয়েছে। মুছত্বফা আল-আ'যামী এর প্রায় ৩ শতাধিক হাদীছ যঈফ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং ২টি হাদীছকে জাল বলেছেন।

২৪১. এটি অপ্রকাশিত রয়েছে এবং এর পাণ্ডুলিপি কোথায় রয়েছে সেটি অজ্ঞাত। দ্র. ড. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/৩৭৮।

২৪২. নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯খ্রি,) এবং শু'আইব আল-আরনাঊত্বের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৭৪৯১টি হাদীছ রয়েছে এবং নাছিরুদ্দীন আলবানীর হিসাবে প্রায় ৩৪৫টি যঈফ এবং ৩টি মওযূ' বা জাল হাদীছ রয়েছে (নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফু মাওয়ারিদুয যামআন (রিয়াদ : দারুছ ছুমাই'ঈ, ২০০২খৃ.)। বিন্যাস পদ্ধতির জটিলতার কারণে ৮ম শতকের মুহাদ্দিছ আল-আমীর

বিশুদ্ধতায় 'ছহীহাইন'-এর স্তরের নয়। যেমন ইবনু খুযায়মা ও ইবনু হিব্বান ছহীহ এবং হাসান হাদীছের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। এমনকি হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য ইল্লত বা গোপন ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়াকেও শর্ত মনে করতেন না।[২৪৩] ফলে এ সকল গ্রন্থে ছহীহ হাদীছের সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যঈফ ও মওযূ' হাদীছও রয়েছে।

(খ) কেউ সুনান গ্রন্থসমূহের অনুকরণে হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন। যেমন আলী ইবনু ওমর আদ-দারাকুৎনী (৩৮৫হি.)[২৪৪], হাফেয আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হোসাইন আল-বায়হাক্বী (৪৫৮হি.)[২৪৫] প্রমুখ।

(গ) কেউ المعجم বা অভিধানের ধারাবাহিকতায় হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। এ সকল গ্রন্থে ছাহাবীদের নাম অথবা মুহাদ্দিছদের শায়খগণের নামের ধারাবাহিকতা অনুসারে তাদের হাদীছসমূহ একত্রিত করা হয়। যেমন আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত-ত্বাবারাণী (৩৬০হি.)। তিনি 'আল-মু'জামুল কাবীর'[২৪৬], 'আল-মু'জামুছ ছাগীর'[২৪৭] এবং 'আল-মু'জামুল আওসাত্ব'[২৪৮] নামে ৩টি বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত করেন। যেগুলো সবই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আবূ সাঈদ ইবনুল আ'রাবী আছ-ছূফী (৩৪০হি.) প্রণীত একটি মু'জাম প্রকাশিত হয়েছে।[২৪৯]

আলাউদ্দীন আলী ইবনু বালবান (৭৩৯হি.) এটি নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন এবং এটিই বর্তমানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এছাড়া আবূ বকর আল-হায়ছামী (৮০৭হি.) এই গ্রন্থ থেকে বুখারী ও মুসলিমের হাদীছসমূহ পৃথক করে موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان শিরোনামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। এতে ২৬৪৭টি হাদীছ রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুহাক্কিকের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে।

২৪৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিছ ছালাহ, ১/৬৩।

২৪৪. তাঁর গ্রন্থ 'আস-সুনান' শু'আইব আরনাঊত্বের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, ২০০৪ খৃ.)। এতে ৪৮৩৬টি হাদীছ রয়েছে।

২৪৫. তাঁর গ্রন্থ 'আস-সুনানুল-কুবরা' মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির আত্বার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ২০০৩ খৃ.)। এতে ২১৮১২টি হাদীছ রয়েছে।

২৪৬. ২৫ খণ্ডে হামদী আব্দুল মাজীদ আস-সালাফীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (কায়রো : মাকতাবা ইবনু তায়মিয়া, তাবি)। এতে প্রায় ২৫০০০ হাদীছ রয়েছে।

২৪৭. এতে প্রায় ১১৯৮টি হাদীছ রয়েছে। গ্রন্থটি বৈরূত, মিছর এবং সঊদী আরবের বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২৪৮. এতে ৯৪৮৯টি হাদীছ রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুহাক্কিকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.)।

২৪৯. এতে ২৪৬০টি হাদীছ রয়েছে। আব্দুল মুহসিন ইবনু ইবরাহীম আল-হুসাইনীর সম্পাদনায় গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (সঊদী আরব : দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৭ খৃ.)।

(ঘ) কেউ ছহীহাইনের শর্তানুযায়ী হওয়া সত্ত্বেও যে সকল হাদীছ ছহীহাইনে সন্নিবেশিত হয়নি, তা একত্রিত করায় সচেষ্ট হন। যেমন আবূ আব্দিল্লাহ হাকেম আন-নায়সাপুরী (৪০৫হি.)। তিনি সংকলন করেন المستدرك على الصحيحين।[২৫০]

(ঙ) কেউ সংকলন করেন এমন কিছু গ্রন্থ যেখানে পূর্ববর্তী হাদীছ সংকলকদের আনীত হাদীছসমূহ ভিন্ন সূত্রে আনা হয়েছে সনদের উচ্চতা সৃষ্টি কিংবা সনদসূত্র (طرق الإسناد) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। এগুলোকে المستخرج বলা হয়। যেমন আবূ বকর আল-ইসমাঈলী (৩৭১হি.), আবূ আওয়ানাহ ইয়াকূব ইবনু ইসহাক্ব আল-ইসফারায়ীনী (৩১৬হি.) এবং আবূ নাঈম আল-আস্ফাহানী (৪৩০হি.)[২৫১]-এর মুসতাখরাজ।

(চ) কেউ সংকলন করেন এমন গ্রন্থ যেখানে ছহীহাইন কিংবা কুতুবে সিত্তাহ ও অন্যান্য গ্রন্থ একত্রিত করা হয়েছে। যেমন-

(১) মুহাম্মাদ ইবনু নাছর আল-হুমাইদী (৪৮৮হি.) বুখারী এবং মুসলিমের হাদীছসমূহ একত্রিত করেন তাঁর الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، গ্রন্থে।[২৫২]

(২) ইবনুল আছীর আল-জাযারী (৬০৬হি.) কুতুবে খামসাহ এবং মুওয়াত্ত্বা মালিক সুবিন্যস্তভাবে একত্রিত করেন তাঁর প্রসিদ্ধ جامع الأصول في أحاديث الرسول গ্রন্থে।[২৫৩]

---

২৫০. এতে ৮৮০৩টি হাদীছ রয়েছে। মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির আত্বার সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ১৯৯০ খৃ.)।

২৫১. তিনি ছহীহ মুসলিমের উপর 'মুস্তাখরাজ' সংকলন করেন। এতে ৩৫১৬টি হাদীছ রয়েছে। মুহাম্মাদ হাসান ইসমাঈল আশ-শাফিঈ-এর সম্পাদনায় এটি ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯৬খৃ.)।

২৫২. ড. আলী হুসাইন আল-বাওয়াবের সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারু ইবনু হাযম, ২য় প্রকাশ : ২০০২খৃ.)।

২৫৩. বৈরূত থেকে ১৯৭২ সনে আব্দুল কাদির আল-আরনাঊত্ব এবং বাশীর উয়ূনের সম্পাদনায় ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) ইমাম মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী (৫১৬হি.) কুতুবে সিত্তাহ, মুওয়াত্ত্বা মালিক, মুসনাদে আহমাদ, সুনান আদ-দারেমী, সুনান আদ-দারাকুৎনী, সুনান আল-বায়হাক্বী এবং আবূ রাযীনের হাদীছসমূহ থেকে নির্বাচিত হাদীছসমূহ একত্রিত করেন তাঁর مصابيح السنة গ্রন্থে।[২৫৪] পরবর্তীতে ওয়ালীউদ্দীন আল-খাত্বীব এর পূর্ণতা দান করেন এবং অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস করেন। তিনি এর নামকরণ করেন مشكاة المصابيح।[২৫৫]

(৪) হাফেয ইবনু কাছীর আদ-দিমাশকী (৭৭৪হি.) কুতুবে সিত্তাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা, মুসনাদুল বায্যার এবং ইমাম ত্বাবারানীর 'আল-মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থসমূহ একত্রিত করেছেন جامع المسانيد والسُّنَن নামে। এতে প্রায় লক্ষাধিক হাদীছ ছিল। তবে রচনাকালে তিনি অন্ধত্ব বরণ করেন। ফলে সংকলনকাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।[২৫৬]

(৫) হাফেয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী (৯১১হি.) তিনি সকল হাদীছ একত্রিত করার প্রয়াস নেন এবং সংকলন করেন جمع الجوامع বা الجامع الكبير। এতে কুতুবে সিত্তাহসহ ৯২টি গ্রন্থ থেকে প্রায় লক্ষাধিক হাদীছ একত্রিত করা হয়। সেজন্য এটি হাদীছের সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষ হিসাবে পরিগণিত।[২৫৭] অতঃপর আল-মুত্তাক্বী আল-হিন্দী (৯৭৫হি.) এটিকে পুনর্বিন্যাস ও সংক্ষেপায়ন করে প্রণয়ন করেন كنز العمال في سنن

২৫৪. বৈরূত থেকে ১৯৮৭ সনে কয়েকজন মুহাক্কিকের সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

২৫৫. বৈরূত থেকে নাছিরুদ্দীন আল-আলবানীর সম্পাদনায় ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইণ্ডিয়া, মিসরসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকেও প্রকাশ পেয়েছে।

২৫৬. বৈরূত থেকে ১৯৯৮ সনে ড. আব্দুল মালিক ইবনু আব্দিল্লাহ আদ-দুহাইশের সম্পাদনায় ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অসম্পূর্ণ এই গ্রন্থে মোট ১৩৫৪৭টি হাদীছ স্থান পেয়েছে।

২৫৭. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ২৮৪২৫টি হাদীছ এতে স্থান পেয়েছে।

الأقوال والأفعال،[২৫৮] দু'টি গ্রন্থেই ছহীহ হাদীছের সাথে অসংখ্য যঈফ ও মাওযূ' হাদীছও রয়েছে। ইমাম সুয়ূত্বী নিজেই الجامع الكبير থেকে নির্বাচিত কিছু হাদীছ একত্রিত করে الجامع الصغير من حديث البشير النذير নামে অপর একটি সংকলন প্রস্তুত করেন।[২৫৯]

(৬) মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান আল-ফারিসী আল-মাগরিবী (১০৯৪হি.) কুতুবে সিত্তাহ সহ মোট ১৪টি গ্রন্থের সমন্বয়ে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد।[২৬০]

(ছ) কেউ কোন একটি গ্রন্থে এবং গ্রন্থসমষ্টিতে উল্লেখিত অতিরিক্ত হাদীছ সমূহের সংকলন প্রণয়ন করেন, যাকে الزوائد বলা হয়। যেমন-

(১) হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর আল-হায়ছামী (৮০৭হি.) প্রণয়ন করেন مجمع الزوائد ومنبع الفوائد। এ গ্রন্থে তিনি কুতুবে সিত্তাহ বহির্ভূত যে সকল হাদীছ মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা, মুসনাদুল বাযযার এবং ইমাম ত্বাবারাণীর মু'জামসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা একত্রিত করেছেন। মুহাক্কিক হুসামুদ্দীন আল-কুদসীর হিসাব মতে এই গ্রন্থে ১৮৭৭৬টি হাদীছ রয়েছে।[২৬১]

---

২৫৮. বৈরূত থেকে ১৯৮১ সনে ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ইণ্ডিয়া থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ৪৬৬২৪টি হাদীছ স্থান পেয়েছে।

২৫৯. নাছিরুদ্দীন আলবানী গ্রন্থটির শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করেছেন, যার একটি অংশ صحيح ضعيف الجامع الصغير وزيادته শিরোনামে এবং অপর অংশটি الجامع الصغير وزيادته শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম অংশে ৮২৩১টি এবং ২য় অংশে ৬৪৭৯টিসহ মোট ১৪৭০০টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে ইমাম সুয়ূত্বী সংকলিত অপর গ্রন্থের الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير-এর হাদীছ সমূহও সংযুক্ত হয়েছে।

২৬০. বৈরূত থেকে ১৯৯৮ সনে ড. সুলায়মান ইবনু দুরাই'-এর সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ১০১৩১টি হাদীছ রয়েছে।

২৬১. কায়রো থেকে ১৯৯৪ সনে ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) হাফেয আহমাদ ইবনু আবী বাকর শিহাবুদ্দীন আল-বুছীরী (৮৩০হি.) প্রণয়ন করেনمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه। এ গ্রন্থে তিনি সুনান ইবনু মাজাহ-এ ছহীহাইন এবং অপর তিনটি সুনানে যে সকল হাদীছ উদ্ধৃত হয়নি, তথা ইবনু মাজাহ স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীছসমূহ একত্রিত করেছেন।[২৬২] তিনি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ 'যাওয়ায়েদ' সংকলন করেছেন إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة শিরোনামে। এতে মুসনাদুত তায়ালিসী, মুসনাদুল হুমাইদী, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ ইবনু আবী শায়বাহসহ মোট দশটি মুসনাদ গ্রন্থে উদ্ধৃত যে সকল হাদীছ কুতুবে সিত্তায় বর্ণিত হয়নি, সে সকল হাদীছ একত্রিত করা হয়েছে এবং ফিক্বহী রীতি মোতাবেক বিন্যাস করা হয়েছে। এতে মোট ৭৯৬৮টি হাদীছ রয়েছে।[২৬৩]

(৩) ইবনু হাজার আসক্বালানী (৮৫২হি.) সংকলন করেন المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية। এই গ্রন্থে মুসনাদুত তায়ালিসী, মুসনাদুল হুমাইদী, মুসনাদ ইবনু আবী শাইবাহসহ মোট ৮টি গুরুত্বপূর্ণ মুসনাদের যে সকল হাদীছ কুতুবে সিত্তাহ এবং মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়নি, সেসব হাদীছ একত্রিত করা হয়েছে এবং ফিক্বহী ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ৪৬২৭টি।[২৬৪]

(জ) কেউ শুধু আহকাম সংক্রান্ত হাদীছসমূহ একত্রিত করেছেন। যেমন হাফেয আব্দুল গণী আল-মাক্বদাসী (৬০০হি.) সংকলন করেন عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم। এই গ্রন্থে ছহীহাইনে উল্লেখিত আহকাম সংক্রান্ত কিছু নির্বাচিত হাদীছ একত্রিত করা হয়েছে।

---

২৬২. ১৪০৩ হিজরীতে বৈরূত থেকে মুহাম্মাদ আল-মুনতাক্বা আল-কাশনাভীর সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ।

২৬৩. আবূ তামীম ইয়াসির ইবনু ইবরাহীমের সম্পাদনায় ৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারুল ওয়াত্বান, ১৯৯৯ খৃ.)।

২৬৪. কুয়েত, সঊদী আরব, মিসর এবং বৈরূতের বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সঊদী আরব (দারুল আছিমাহ, ১৪১৯হি.) থেকে ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত সংকলনটি অধিকতর তাহক্বীক সমৃদ্ধ।

মোট হাদীছ সংখ্যা ৪৩০টি।[২৬৫] এছাড়া ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রণীত بلوغ المرام من أدلة الأحكام[২৬৬] এবং মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী আল-ইয়ামানী (১২৫০হি.) প্রণীত نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار[২৬৭] প্রভৃতি।

(ঝ) কেউ কেউ হাদীছের তাখরীজ এবং তার বিবিধ সনদ অনুসন্ধানে গুরুত্বারোপ করে হাদীছ সংকলন করেছেন। এর উদ্দেশ্য হ'ল সহজে পাঠক যেন কোন হাদীছের প্রাপ্তিস্থান অবগত হ'তে পারে। এ সকল গ্রন্থে কোন হাদীছের ছোট একটি অংশ উদ্ধৃত করা হয় এবং কোন গ্রন্থে তার অবস্থান রয়েছে তা নির্দেশ করা হয়। যেমন জামালুদ্দীন আল-মিয্যী (৭৪২হি.) প্রণীত تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف।[২৬৮] এই গ্রন্থে তিনি কুতুবে সিত্তাহ এবং কয়েকটি ছোট হাদীছ গ্রন্থের সকল হাদীছ একত্রিত করেছেন বিশেষ পদ্ধতিতে কেবল হাদীছের অংশবিশেষ উল্লেখ করার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) সংকলন করেন إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة। এতে তিনি **১১**টি গ্রন্থ তথা মুওয়াত্ত্বা মালিক, মুসনাদুশ শাফেঈ, মুসনাদে আহমাদ, সুনানুদ দারিমী, ইবনুল জারূদের আল-মুনতাক্বা, ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ, মুসতাখরাজ আবূ আওয়ানাহ, ইমাম ত্বহাভীর শারহু মা'আনিল আছার, ছহীহ ইবনু হিব্বান, সুনানুদ দারাকুৎনী এবং মুসতাদরাক আল-হাকিম-

---

২৬৫. মাহমূদ আল-আরনাঊত্ব এবং আব্দুল কাদির আল-আরনাঊত্বের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুছ ছাক্বাফাহ আল-আরাবিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)। ব্যাপক সমাদৃত এই গ্রন্থের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

২৬৬. বহুল প্রচলিত এই গ্রন্থের সর্বশেষ তাহক্বীক মোতাবেক ১৫৬৮টি হাদীছ রয়েছে। অসংখ্যবার এটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ড. মাহির ইয়াসীন আল-ফাহলের সম্পাদনায় এর পূর্ণাঙ্গ তাহক্বীক প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারুল ক্বাবস, ২০১৪ খৃ.)।

২৬৭. এটি মাজদুদ্দীন ইবনু তায়মিয়াহ আল-হার্রানী (৬৫৩হি.) প্রণীত কুতুবে সিত্তাহ এবং আহমাদ থেকে সংকলিত আহকামসংক্রান্ত হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা এবং ফিকহী পর্যালোচনা। এতে মোট ৩৯৪৪টি হাদীছ রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

২৬৮. এতে ১৩৬২৬টি হাদীছের 'আত্বরাফ' বা অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

এর সকল হাদীছের আত্বরাফ তথা হাদীছের অংশবিশেষ উল্লেখ করেন।[২৬৯]

(ঞ) কেউ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের হাদীছসমূহ তাখরীজে মনোনিবেশ করেন। যেমন হাফেয জামালুদ্দীন আয-যায়লাঈ (৭৬২হি.) প্রণয়ন করেন نصب الراية لأحاديث الهداية।[২৭০] এতে হানাফী মাযহাবের শীর্ষ গ্রন্থ আল-হিদায়াহ-এর হাদীছ সমূহ তাখরীজ করা হয়েছে। এছাড়া হাফেয যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী (৮০৬হি.) প্রণয়ন করেন تخريج أحاديث إحياء علوم الدين।[২৭১] এতে ইমাম গাযযালীর 'ইহয়াউল উলূম' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ সমূহের তাখরীজ করা হয়েছে।

এভাবে ৩য় হিজরী শতকের পর মূলত প্রথম দুই শতাব্দীর প্রাথমিক হাদীছ সংকলনগুলোর পুনর্বিন্যাস, ব্যাখ্যা এবং একত্রিতকরণে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। এছাড়া আরও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু হাদীছ সংকল গ্রন্থ রয়েছে, যা আলোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে উল্লেখিত হয়নি। কেবল তা-ই নয়, হাদীছ সংকলনকালে সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং হাদীছের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে তাঁরা যে অকল্পনীয় পরিশ্রম করেছেন, যে সকল মূলনীতি ও পরিভাষার জন্ম দিয়েছেন এবং এ বিষয়ক শত শত বৃহৎ আকারের গ্রন্থ রচনা করেছেন তা-ও এখানে স্থানাভাবে উল্লেখিত হয়নি। তদুপরি উপরোক্ত গ্রন্থতালিকা থেকেই সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণে এবং তা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য সহজলভ্য করতে এমন কোন উপায় নেই যা মুহাদ্দিছগণ অবলম্বন করেননি, হেন প্রচেষ্টা নেই যা তারা করেননি। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হাদীছের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ যে পরিমাণ শ্রম এবং মেধা ব্যয় করেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসে অন্য কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

---

২৬৯. এতে ২৫৫১৪টি হাদীছের 'আত্বরাফ' বা অংশবিশেষ উল্লেখিত হয়েছে। এটি ১৯ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে (মদীনা : মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ খৃ.)।

২৭০. অনেক দেশে থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন সময়ে মুহাম্মাদ আওয়ামার সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : মুআস্সাতুর রাইয়ান, ১৯৯৭ খৃ.)।

২৭১. ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারুল আছিমাহ, ১৯৮৭ খৃ.)।

ব্যয়িত হয়নি। যুগ পরম্পরায় হাদীছ সংরক্ষণের জন্য এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র আজও হাদীছ গ্রন্থসমূহ সমান গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হচ্ছে, পঠিত হচ্ছে এবং সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা বজায় রেখে তা মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সারকথা

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই। শুরুতে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ মুখস্থকরণ এবং ব্যক্তিগতভাবে লিপিবদ্ধ করণের মাধ্যমে এই সংরক্ষণ প্রচেষ্টা শুরু হয়। অতঃপর ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.)-এর সরকারী ফরমানে হাদীছ একত্রিতকরণ এবং গ্রন্থাবদ্ধকরণ শুরু হয়। কেউ কেউ ধারণা করেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে হাদীছের কোন লিখিত রূপ ছিল না এবং হাদীছ সংকলন অনেক দেরীতে শুরু হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমরা উপরোক্ত আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই হাদীছ বিভিন্নভাবে সংকলন শুরু হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তা আরও বেগবান হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছে ২য় হিজরী শতাব্দীর শুরুতে। কুরআন যেমন প্রাথমিক যুগে সংকলিত হওয়ার পরও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করতে বেশ দেরী হয়েছিল, একইভাবে হাদীছের একটা বড় অংশও প্রথম যুগে সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাবদ্ধকরণ, বিন্যাস এবং মানুষের কাছে ব্যাপক প্রচারে দেরী হয়েছিল। এর অর্থ আদৌ এটি নয় যে, হাদীছ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। আমরা অনুমান করি, তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এই জাতীয় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটিই প্রমাণিত সত্য যে, হাদীছ সংকলনকর্ম সময়মতই শুরু হয়েছিল এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষিতও হয়েছিল। তবে তা একত্রিত করা এবং গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজটি সঙ্গত কারণে বিলম্বিত হয়েছিল।[২৭২]

২৭২. মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ-জুলাই ২০২৩ ও মার্চ-এপ্রিল ২০২৪-এ প্রকাশিত।